CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

CMYK

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
সিস্টার
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 August 2019 ■ আগরতলা, ১১ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ২৫ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

স্কুল পরিদর্শনের জন্য পৃথক টিম গঠন করা হচ্ছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। স্কুল পরিদর্শনের জন্য পৃথক টিম গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। এই টিমে থাকবেন শিক্ষা দপ্তরের সচিব, অধিকর্তা, জেলা শিক্ষা অধিকর্তা, মহকুমা শাসক এবং বিডিওরা। মূলত শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব সিদ্ধান্ত সম্প্রতিকালে রাজ্য সরকার নিয়েছে সেগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য এই টিম বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করবে।

শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ শুক্রবার সকালে রাজ্য অতিথিশালায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা সভায় পৌরোহিত্য করেন। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষকরা, ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক, জেলা শিক্ষা আধিকারীক (দক্ষিণ, পশ্চিম, গোমতী ও খোয়াই জেলা), শিক্ষা দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা এবং এসসিইআরটি এর অধিকর্তা ইউ কে চাকমা।

ওই সভার বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী শনিবার মহাকরণে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় তিনি জানান, রাজ্য সরকার শিক্ষাকে অগ্রাধিকারের তালিকায় রেখেছে। কোন ছাত্রছাত্রীর জীবন নিয়ে খেলা করা চলবে না। তিনি বলেন, দশম এবং একাদশ শ্রেণীতে প্রচুর সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয় কিন্তু, পর্ষদের পরীক্ষায় বসছে অনেক কম। এব্যাপারে ওই টিম তদারকি করবে এবং কোথায় ঘাটতি রয়েছে সে সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, একটি সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা গিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদে অনেক কম সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসছে। দশম শ্রেণীতে ২৬ হাজার ৩১৩ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষায় বসেছে মাত্র ১৮ হাজার ৩৫ জন। শুধু তাই নয় ৮ হাজার ২০০ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসতে পারেনি এবং তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে একবছর পিছিয়ে গেছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার চাইছে একজন ছাত্রছাত্রীও যাতে স্কুল চলাকালীন সময়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে। তাইতো স্কুলের পঠন পাঠন সময়সূচিরও পরিবর্তন করা হয়েছে। তাছাড়া যেসব স্কুলে বিষয় শিক্ষকের সংকট রয়েছে সেখানে বদলী করা হবে যেসব স্কুলে আতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছে সেখান থেকে।

আসামী নিয়ে থানায় ফেরার পথে জিপসি দূর্ঘটনায় গুরুতর দুই পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ আগস্ট।। আসামীকে থানায় নিয়ে আসার সময় জনতার ক্ষোভের মুখে পালাতে গিয়ে জিপসি দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন দুই পুলিশ কর্মী। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সন্ধ্যায় উদয়পুর থানার অধিন গর্জি আউটপোস্টের পূর্ব আড়ালিয়া এলাকায়। আহত দুই পুলিশ কর্মী হলেন নির্মল চৌধুরী এবং এসপিও নন্দন ভৌমিক। জানা গিয়েছে শনিবার পূর্ব আড়ালিয়াতে অমল ভৌমিক ও বিমল ভৌমিক এর পরিবারের মধ্যে বিবাদ হয়। এই বিবাদের মধ্যেই বিমল অমলের উপর হামলা চালায়। তারপর পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়। পুলিশ গিয়ে বিমলকে ধরে থানায় নিয়ে যাচ্ছিল। তখন কিছু যুবক বাইক নিয়ে পুলিশের জিপসির পিছু ধাওয়া করে। তখনই দূর্ঘটনায় পড়ে জিপসিটি।

দিল্লীতে ত্রিপাক্ষিক সমঝোতা পত্রে স্বাক্ষর নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন এনএলএফটির

স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী, জঙ্গিদের আত্মসমর্পণের তোড়জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/নয়াদিল্লী।। ত্রিপুরার নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন এনএলএফটি (এসডি) ভারত সরকারের সাথে সমঝোতা পত্রে স্বাক্ষর করেছে। সহিংসতার পথ ছেড়ে তারা ভারতের সংবিধান মেনে মূলস্রোতে ফিরে আসতে সম্মত হয়েছেন । এছাড়া অস্ত্র-সহ ৮৮ জন এনএলএফটি জঙ্গি আত্মসমর্পণ করবেন বলেও ভারত সরকারকে সম্মতি জানিয়েছেন এনএলএফটি-প্রধান সবির কুমার দেববর্মা । তাই, আত্মসমর্পণকারী বৈরিদের মতোই তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া বলে আশ্বস্ত করেছে ভারত সরকার । শনিবার নয়াদিল্লিতে ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার এবং এনএলএফটি-র মধ্যে ত্রিপাক্ষিক এই সমঝোতা পত্রে স্বাক্ষর হয়েছে । ত্রিপুরা সরকারও আত্মসমর্পণকারী বৈরিদের যোজনা অনুযায়ী সহায়তা করবে বলে আশ্বস্ত করেছে ।

বেআইনি কাজকর্ম প্রতিরোধক আইনে ১৯৯৭ সালে এনএলএফটি জঙ্গি গোষ্ঠিটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল ভারত সরকার । ত্রিপুরায় এই জঙ্গি গোষ্ঠী ২০০৫-২০১৫ সময়ের মধ্যে ৩১৭টি সন্ত্রাসী হামলায় ২৮ জন নিরাপত্তা কর্মী এবং ৬২ জন সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে । ২০১৫ সাল থেকে তাদের সাথে শান্তি আলোচনা শুরু হয়। তাতে, ২০১৬ সাল থেকে কোনও সন্ত্রাসী হামলা সংগঠিত করেনি এনএলএফটি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছে, এখন এনএলএফটি জঙ্গিরা সহিংসতার পথ ছেড়ে ভারতের সংবিধান মেনে মূলস্রোতে ফিরে আসতে রাজি হয়েছে । শুধু তা-ই নয়, ৮৮ জন এনএলএফটি জঙ্গি অস্ত্রশস্ত্র-সহ আত্মসমর্পণ করবেন বলে সম্মত হয়েছেন । তাই, আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পূর্বোত্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব সত্যেন গর্গ, ত্রিপুরা সরকারের গৃহ দফতরের প্রধানসচিব কুমার অলক এবং এনএলএফটি-প্রধান সবির কুমার দেববর্মা ও কাজল দেববর্মার মধ্যে সমঝোতা পত্রে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিবৃতিতে আরও জানিয়েছে, আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আত্মসমর্পণ তথা পূনর্বাসন যোজনা ২০১৮-এর অন্তর্গত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি ত্রিপুরা সরকার আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের ঘর নির্মাণ, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। তাছাড়া, ত্রিপুরায় জনজাতিদের অর্থনৈতিক প্রগতিতে রাজ্য সরকারের প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে বলেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আশ্বাস দিয়েছে।

এদিন সমঝোতা পত্রে স্বাক্ষর করার পর এনএলএফটি প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

সহিংসতার পথ ছেড়ে এনএলএফটি জঙ্গী গোষ্ঠির সমঝোতা পত্রে স্বাক্ষরের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পাশাপাশি, আগামীদিনে এনএলএফটি-র যে জঙ্গীরা আত্মসমর্পণ করবেন, তাদের সব রকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

আজ নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পূর্বোত্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব সত্যেন গর্গ, ত্রিপুরা সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রধান সচিব কুমার অলক এবং এনএলএফটি প্রধান সবির কুমার দেববর্মা ও কাজল দেববর্মার মধ্যে সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। এখন এনএলএফটি জঙ্গীরা সহিংসতার পথ ছেড়ে ভারতের সংবিধান মেনে মূলস্রোতে ফিরে আসতে রাজী হয়েছে। শুধু তাই নয়, ৮৮ জন এনএলএফটি জঙ্গী অস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ করবেন বলে সম্মত হয়েছেন।

এ-বিষয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ট্যুইট করে বলেন, এনএলএফটি-র এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাচ্ছি। দীর্ঘ ৫ বছর আলোচনা শেষে অবশেষে ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার এবং এনএলএফটি-র মধ্যে সমঝোতা পত্র স্বাক্ষর হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলা কমিশনের পদাধিকারীদের ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত রাজ্য মন্ত্রিসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। ভাতা বাড়ানো হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের পদাধিকারীদের। গত বৃহস্পতিবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক এমর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শনিবার মহাকরণে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলা সময় আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, ত্রিপুরা কমিশন ফর ওমেন (সেলারিস এন্ড ওয়েজেস) বিল সংশোধন করা হবে। মূলত কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং মেম্বারদের ভাতা বৃদ্ধির জন্যই এই সংশোধনী আনা হবে।

আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ আরও জানান, মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের ভাতা পূর্বে ছিল ৫০০০ টাকা তা এখন বাড়িয়ে করা হচ্ছে ১০০০০ টাকা, ভাইস চেয়ারপার্সনের ভাতা ছিল ৩০০০ টাকা তা বাড়িয়ে করা হচ্ছে ৭০০০ টাকা এবং সদস্যাদের ভাতা ২০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হচ্ছে ৫০০০ টাকা। মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, সর্বশেষ সংশোধনী করা হয়েছিল ২০১৪ সালে।

গোমতি নদীতে উদ্ধারশিশুর মৃতদেহ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ আগস্ট।। শনিবার সাতসকালে গোমতি নদীতে এক শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। দমকল কর্মীরা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে পাঠিয়েছেন। জানা গিয়েছে শিশুটির পরিবারের লোকজনই নদীর জলে ফেলে দেয়।

আজ সকাল আটটা নাগাদ গোমতি জেলার কাকড়াবন থানাধীন আমতলি এলাকায় গোমতি নদীতে ভাসমান এক শিশুর মৃতদেহ দেখেন স্থানীয় জনগণ। নদী চরের খুব কাছাকাছি এসে শিশুর দেহ ভাসছিল। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী এবং কাকড়াবন থানার পুলিশ ছুটে আসে। দমকল কর্মীরা শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করে প্রথমে কাকড়াবন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান । সেখানে চিকিৎসকরা শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা করার পর দমকল কর্মীরা মৃতদেহ গোমতি জেলা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যান । জানা গিয়েছে, মৃত শিশুর পরিবারের লোকজন শিশুটিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলায় জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসছিলেন। কিন্তু শিশুটি পথেই মারা যায়। পরে পরিবারের লোকজন মৃতদেহ নদীর জলে ফেলে দেয়।

এমবিবি বিমানবন্দরকে জমিদেয়ার বিষয়ে পর্যালোচনা চলছে, জানালেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

।। **মনির হোসেন।। ঢাকা,আগষ্ট ১০।।** পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেন,ভারতের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাওয়ার পর সিভিল এভিয়েশনকে বিষয়টি পর্যালোচনা করতে বলা হয়েছে, তারা কাজও শুরু করেছে। এদের প্রতিবেদনের আলোকে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

আগরতলা বিমানবন্দরে নিরাপদে প্লেন অবতরণে 'ক্যাট আই লাইট' স্থাপনের জন্য জমি চেয়ে ভারত বাংলাদেশকে যে অনুরাধপত্র দিয়েছে তা পর্যালোচনায় সরকার ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম।বৃহস্পতিবার (৮ আগস্ট) মিডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে একথা জানান তিনি।পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভারতের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাওয়ার পর সিভিল এভিয়েশনকে বিষয়টি পর্যালোচনা করতে বলা হয়েছে, তারা কাজও শুরু করেছে। এদের প্রতিবেদনের আলোকে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।তবে বাংলাদেশের স্বার্বভৌমত্ব অক্ষুণ রেখে এবিষয়ে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারতের ওই বিমানবন্দরে যদি উভয় দেশের ইমিগ্রেশন চালু হয় তবে প্রস্তাবটি বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।

ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা বিমানবন্দর সম্প্রসারণ করতে ভারত বাংলাদেশের পরারাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে জমি চেয়ে মৌখিক প্রস্তাব রেখেছে বলে উভয় দেশের গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়।এনিয়ে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে সমালোচনাও করেন কেউকেউ।শাহরিয়ার আলম বলেন,ব্রিটিশ আমলের ওই এয়ারপোর্টে (আগরতলা বিমানবন্দর) নিরাপদে প্লেন অবতরণে ক্যাট আই লাইট স্থাপনের জন্য (জমি চেয়ে) তারা অনুরোধপত্র দিয়েছে, আমরা সিভিল এভিয়শনকে বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য বলেছি এবং তাদের কারিগরি কমিটি এনিয়ে কাজ করছে। সিভিল এভিয়শন বিষয়টি খতিয়ে দেখার পর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসির কার্যনির্বাহীদের সদস্যদের নিরাপত্তা কমিয়ে দেয়ায় ক্ষোভ রাধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য, চেয়ারম্যান এবং কার্যনির্বাহী সদস্যদের নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যা হ্রাস করার ঘটনায় চরম অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন সংশ্লিষ্টরা। শনিবার ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা বলেন, বর্তমান সরকার জেলা পরিষদের কর্মকর্তাদের মর্যাদাহানির চেষ্টা করছে। এ ধরনের প্রয়াস জেলা পরিষদের প্রতি অবজ্ঞার শামিল বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

১৯৯৮ সালের জুনমাস থেকে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য এবং জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে কেবিনেট স্ট্যাটাস এবং জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্যদের স্টেট মিনিস্টারের স্ট্যাটাস ঘোষণা করা হয়। এতদিন ধরে সে অনুযায়ী যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। নতুন সরকার আসার পর এ মাসের প্রথম দিক থেকে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্যের বাস ভবন থেকে আচমকা হাউস গার্ড প্রত্যাহার করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্যদের ডাবল এসকর্ট ছিল। বর্তমানে সিঙ্গেল এসকর্ট করে দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের ঘটনার তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা। তিনি বলেন, জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্যরা বার বার আক্রান্ত হচ্ছেন। তাদের গাড়ি ভাঙচুর করা হচ্ছে। কার্যনির্বাহী সদস্য পরীক্ষিৎ মুড়াসিং, জয়বাহাদুর জমাতিয়া এমনকি মহিলা সদস্যা সন্ধ্যারাণী চাকমা আক্রান্ত হয়েছেন। তারপরও ডাবল এসকর্টের বদলে তাদের জন্য সিঙ্গেল এসকর্ট করে দেওয়ার ঘটনা রীতিমতো উদ্বেগজনক। বর্তমান সরকার জেলা পরিষদের বর্তমান কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক অধিকার করণের চেষ্টা চালাচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পারিবারিক কলহের জেরে যুবকের ফাঁসিতে আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ আগস্ট।। পারিবারিক কলহের জেরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করল এক যুবক। তার নাম ইকবাল হোসেন। বয়স আনুমানিক ২৭। বাড়ি মহারাণী আউটপোস্টের অধীন হিরাপুর গ্রামে। পেশায় সে অটো চালক। বুধবার থেকে সে নিখোঁজ ছিল। শনিবার স্থানীয় একটি রাবার বাগানে ঝুলন্ত অবস্থায় পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। খবর পেয়ে আর কে পুর থানার পুলিশ সেখানে পৌঁছে এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

ষাটোর্দ্ধ বৃদ্ধা ধর্ষিতা উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। সভ্য সমাজে অমানবিক নিদর্শন। এক ব্যক্তির দ্বারা ধর্ষিতা বৃদ্ধ মহিলা।খবরে প্রকাশ আর কে পুর থানাধীন তেপানিয়া এলাকার পঁয়ষট্টি বছরের এক বয়স্ক মহিলা ধর্ষিতা হয়। অন্যান্য দিনের মতো শুক্রবার সকালে বাড়ির পাশে জঙ্গলে যায় লাকড়ি কুড়াতে। বিকাল ৩ টা নাগাদ লাকড়ী সংগ্রহ করে বাড়ি আসার পথে একই থানাধীন এক পাষণ্ড ব্যক্তি করম আলি(মহরম)৪৯,পিতা আবু মিয়া বাড়ি টাউন কলোনি, বয়স্ক মহিলাকে জোর পূর্বক জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণ করে।

ঘটনার পর পাষণ্ড যুবক সেখান থেকে পালিয়ে যায়।বয়স্ক মহিলা নিজ বাড়িতে এসে অন্যান্য সদস্যদের জানালে রাতেই বৃদ্ধাকে নিয়ে উদয়পুর মহিলা থানায় একটি মামলা করেন। মামলা নম্বর ৪২/১৯,ধারা ৩৭৬আইপিসি। মামলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইস্তফাপত্র ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করতেই ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক থেকে বেরিয়ে গেলেন রাহুল ও সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট।। দলের নতুন সভাপতি বাছাই করার আগে ফের দলীয় নেতারা রাহুল গান্ধীকেই তাঁর ইস্তফাপত্র ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানালেন। শনিবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ইস্তফাপত্র ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ শুনে বৈঠকের মাঝপথেই বেরিয়ে যান রাহুল এবং সোনিয়া। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কংগ্রেসের শীর্ষ কমিটি এখনও দলের সভাপতি না ঘোষণা করতে পারে নি।

পরবর্তী সভাপতি বাছার উদ্দেশ্যে গোটা দেশের শ'চারেক নেতা এদিন দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দফতরে হাজির হয়েছেন। শনিবার সকাল ১১ টা নাগাদই শুরু হয় বৈঠক। কংগ্রেস নেতারা এদিন আরও একবার রাহুলকে ইস্তফাপত্র ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ করেন। সূত্রের খবর, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া রাহুলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আপনার হাতে এখনও চার ঘণ্টা সময় আছে। নিজের ইস্তফাপত্র ফিরিয়ে নিন। আপনি জানেন না আপনি কত বড় ভুল করছেন।" সিন্ধিয়ার একথার জবাবে রাহুল বলেন, "আপনারা এটা কেন ভাবছেন যে আমি পালিয়ে যাচ্ছি। আমি পালিয়ে যাচ্ছি না, আপনাদের পাশেই আছি।" কিন্তু, ইস্তফা ফেরত নেওয়া তো দূরের কথা। উলটে কিছুক্ষণ বাদে সোনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠক ছেড়েই বেরিয়ে গেলেন রাহুল।

বাইরে এসে সোনিয়া বলেন, "আমাদের পরিবার থেকে কেউ সভাপতি হবেন না। নতুন সভাপতি কে হবেন তা নিয়ে আমরা কেউ কোনও মতামতও দেব না। তাই আমাদের এই বৈঠকে থাকার দরকার নেই।" দুপুর পর্যন্ত খবর, কোর কমিটির বৈঠকে ছিলেন সোনিয়া, রাহুল, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী-সহ মনমোহন সিং, কে সি বেণুগোপাল, দীপা দাশমুন্সিরা। ইতিমধ্যেই পূর্ব, উত্তর-পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণের রাজ্যগুলির প্রদেশ কংগ্রেসের নেতাদের আলাদা করে বৈঠক করতে বলেছে কোর কমিটি। সেই বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা-সহ রাজ্যগুলির নেতা-মন্ত্রীরা নিজেদের পছন্দের ব্যক্তির নাম নির্বাচন করবেন। পরে সেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ৩০১ ◘ ১১ আগস্ট
২০১৯ইং ◘ ২৫ শ্রাবণ ◘ রবিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

অসহায় মানুষ

মাফিয়া রাজের বাড়বাড়ন্তে রাজ্যের সাধারণ মানুষ অসহায় বোধ করিতেছেন। বিভিন্ন মহল্লায় সাধারণ মানুষের উপর জুলুম অত্যাচার চালাইয়া যাইতেছে। এই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রশাসন তেমন ব্যবস্থা নিতে পারিতেছে না। বরং দেখা যায় বাইক বাহিনী সংঘবদ্ধ পুলিশের গাড়ী হইতে আসামী ছিনাইয়া নেয়। বোধজংনগর শিল্পনগরীতে মাফিয়ারাজ কায়েম হইয়াছে। বোধজংনগর শিল্পনগরী তো দিনে দিনেই কঙ্কালসার হইতেছে। বাম আমলে এই শিল্পনগরীর শিল্পের নাভিশ্বাস উঠিয়াছিল মাফিয়াদের জুলুমে। বাম রাজত্বেই বোধজংনগরে বহু শিল্প ঝাঁপ ফেলিয়া পগারপাড় হইয়াছে। রাজ্যে শিল্পের শ্মাশান যাত্রা বাম আমলেই শুরু হইয়াছিল। রাজ্যে নতুন শিল্প নীতিও ঘোষিত হয় নাই। বাম আমলে তো কথার ফুলঝুড়ি ছুটিয়াছে কাজের কাজ কিছুই হয় নাই। শিল্পের সর্বনাশের জন্য দায়ী বাম সমর্থিত মাফিয়া বাহিনী। তাহাদের অত্যাচার জুলুমে এখানে পারতপক্ষে শিল্পের নাম নিতে চাহিতেছে না। এখন যে কয়টি শিল্প আছে মাফিয়া যন্ত্রণায় তাহারাও ঝাপ ফেলিবার চেষ্টাতেই রহিয়াছে। ত্রিপুরায় বেকার সমস্যা সমাধানে সরকারী স্তরে তেমন কার্য্যকর পদক্ষেপ তো দেখা যাইতেছে না। যদি রাজ্যে শিল্প, কলকারখানা গড়িয়া না উঠে তাহা হইলে বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আসিবে কোথা হইতে? সেই লক্ষ্য, ভাবনা বাম আমলে যেমন ছিল না নয়া জমানাতেও দেখা যাইতেছে না। নতুন করিয়া শিল্প স্থাপনে তাই আগ্রহ কমিতেছে। যাহারা আছে তাহারাও পালাইয়া বাঁচিতে চায়। এক সময় বাধারঘাটে শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেগুলির আর চিহ্নও নাই। একই অবস্থা বোধজংনগর শিল্প নগরীর।

মাফিয়া ত্রাস আজ সর্বত্র প্রসারিত। বিভিন্ন সরকারী ও স্বয়ংশাসিত সংস্থায় টেন্ডার জমা দেওয়ার ক্ষেত্রেও মাফিয়ারাজ এখন তুঙ্গে। এক্ষেত্রে পুলিশ কার্য্যকর ব্যবস্থা নেয় নাই বলিয়া অভিযোগ। পিস্তল দিয়া প্রাণে মারার এই হুমকি। 'জোর যাহার মুল্লুক তাহার' এই ঘটনা সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইতেছে। টেন্ডার বাণিজ্য অতীতেও ছিল। আজ এই বাণিজ্য তো বাড়িয়াই চলিয়াছে। পরিবর্তনের ছোঁয়ায় মানুষ এখন কি আশাহত হইতেছেন না? এই মাফিয়া সন্ত্রাস যদি বন্ধ করা না যায় তাহা হইলে রাজ্যে শিল্প ইত্যাদির প্রসার তো ঘটিবেই না বরং শ্মশনানের স্তব্ধতাই কায়েম হইবে। রাজনীতির নেতারা বক্তৃতাবাজীতেই বিশ্বজয় করিতেছেন। কত ভাল ভাল কথা, সুন্দর সুন্দর প্রতিশ্রুতির বন্যা বহিয়া চলে। কিন্তু, মানুষের ভাগ্য যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যায়। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মাফিয়ারাজ খতম করিতে না পারিলে শান্তির ত্রিপুরার স্বপ্ন ধুলায় লুটাইবে। মাফিয়ারজ খতম করিতে না পারিলে সমস্ত প্রত্যাশারই মৃত্যু হইতে বাধ্য। এই সত্যিকে মানিয়া নিয়া নতুন সরকারের জোরদার পদক্ষেপ রাজ্যে পরিবর্তনের সাফল্য মিলিতে পারে। নতুবা রাজ্যবাসীর মনে দুঃখ বেদনা ক্ষোভ বাড়িবে বৈ কমিবে না।

দিদিকেও কাটমানির টাকা দিতে হবে : দিলীপ ঘোষ

হুগলি, ১০ অগাস্ট (হি.স.) : সারদা নারদা টাকা মিঠুন দিয়েছেন, শতাব্দী দিয়েছেন, তাপস দেবে এমনকি দিদি কেও দিতে হবে যদি না নিয়ে থাকে তাহলে এত ভয় কিসের।আজ হুগলির শ্রীরামপুর জেলা বিজেপির কার্যালয়ে বসে সাংবাদিক দের এমনকি জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।তিনি সাংবাদিক দের নানা প্রশ্নের জবাবে বলেন দিদি এখন নতুন ড্রামা শুরু করেছে।তাদের দিদি কে বলো কর্মসূচি যে করছে তাতা তাদের বিধায়ক রা তৃণমূলের কর্মী দের বাড়িতে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করছে কারন সাধারণ মানুষের কাছে গেলে তারা কাটমানি চাইবে।যেখানে খাওয়া দাওয়া ভালো সেখানেই যাচ্ছে।আমাদের মত করুক আমাদের সরব ভারতীয় নেতা আদিবাসী এলাকায় গিয়ে তাদের সাথে ভাত খান তাহলে বুঝব।

এখন সরকারের বিরুদ্ধে সবাই চলে গেছে।দিলীপ বাবু এদিন বলেন বিরোধীরা পেছনের দিকে যেতে চাইছে যেখানে মোদী সামনের দিকে ডিজিটাল ইন্ডিয়া করতে চাইছে।ব্যালটে ভোট চাইতে বিরোধী রা কারন সেখানে তারা ভোট চুরি করতে পারবে। দিলীপ ঘোষ বলেন নির্বাচনের পর আর আসা হয়নি এই জেলায় তাই তিনি ঘুরে গেলেন।খোজ নিলেন হুগলি জেলার কারন এখন তাদের সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচি চলছে।

শ্বশুরবাড়ির সামনেই আমরন অনশন ধরনায় গৃহবধূ

হুগলি, ১০আগস্ট (হি. স.) : শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচার,পাননি প্রাপ্য সম্মান।প্রশাসনকে জানিয়েও মেলেনি সুরাহা।অধিকার ফিরে পেতে শ্বশুরবাড়ির সামনেই আমরন অনশন ধরনায় গৃহবধু মনিদীপা সাধুখাঁ। হুগলীর বৈদ্যবাটি এন সি মুখার্জী স্ট্রিটে শ্বশুরবাড়ির সামনে ধরনায় বসেন গৃহবধূ।খবর পেয়ে আসে শেওড়াফুলি ফাঁড়ির পুলিশ।তন্ময় সাধুখাঁর সঙ্গে গত মার্চ মাসে বিবাহ হয় মগরার মনিদীপার।বিয়ের পর থেকেই নানাভাবে অত্যাচারিত হয় সে।স্বামী তন্ময়, শ্বশুড় বাবলু, শ্বাশুড়ি দিপ্তী সাধুখাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ।ঠিক মত খাবার না দেওয়ায় গত ২৬ জুলাই অসুস্থ হয়ে পরে বধু।বাবা তরুনকান্তী ঘোষ তাকে মগড়া ব্লক হাসপাতালে ভর্তি করে।২ রা আগস্ট শ্বশুড়বাড়িতে গিয়ে দেখেন বাড়ি তালা দেওয়া।বাড়ি ফিরে যায় বধূ।ফোন করলে ফোন ধরে না শ্বশুড়বাড়ির কেউ।মগড়া থানা,শ্রীরামপুর মহিলা থানায় অভিযোগ জানায়।তারপরই অধিকার ফিরে পেতে ধর্নায় বসার সিদ্ধান্ত।বাবাকে নিয়ে আজ সকাল দশটা থেকে ধর্নায় বসেন বধু।পরে পুলিশ খুঁজে নিয়ে আসে বধুর শ্বশুড়কে।শ্বশুড় জানান আদালতের নির্দেশ আছে ছেলে বৌ বাড়িতে ঢুকতে পারবে না।প্রতিবেশিরা বধুকে শ্বশুড় বাড়িতে ঢুকিয়ে দেন।

দুটি ডায়ালিসিস কেন্দ্র তৈরী করবে পুরসভা

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি.স.): এবার কিডনির অসুখে আক্রান্ত রোগীদের জন্য ডায়ালিসিস কেন্দ্র করার সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুরসভাউ দক্ষিণ কলকাতার চেতলায় ও পূর্ব কলকাতার গিরিশ চন্দ্র বসু রোডে অবস্থিত পুরস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশেই তৈরি করা হবে দুটি ডায়ালিসিস কেন্দ্রউ পুরভবনে শনিবার বরো ৬ এর প্রশাসনিক বৈঠকে এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

এদিন মেয়র জানান, কলকাতা পুরসভা কিডনি রোগীদের সুবিধায় পিপিপি মডেলে দুটি ডায়ালিসিস কেন্দ্র করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ডায়ালিসিস কেন্দ্র করার অনুমোদনের জন্য আগামী সপ্তাহেই রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরে চিঠি পাঠানো হবে"। তিনি আরও জানান, এর পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রয়াত সাংসদ সুলতান আহমেদের নামে ৬১ নম্বর ওয়ার্ডের এলিয়ট লেনে একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল করার জন্য রাজ্য শিক্ষা দফতরে প্রস্তাব দেওয়া হবে।

এদিকে, এবার থেকে শহরের রাস্তায় পুরসভার স্টোর থেকে আর কোনও বাল্ব লাগানো হবে না। শহরে সর্বত্র এলইডি আলো লাগানো হবেউ এলইডি লাইটের বরাতপ্রাপ্ত সংস্থাকে ৫ বছরের জন্য আলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবেউ অন্যদিকে, ১৯২ কোটি টাকার বাজেটে আদ্ভুত প্রকল্পে মৌলালি থেকে পামার বাজার পর্যন্ত নিকাশিনালার পলি উত্তোলনের জন্য কেন্দ্রের ছাড়পত্র আগামী বছরের মধ্যেই নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও মেয়র জানান।

ট্রাম্পের কাছে ইমরান সব না পেলেও যা পেলেন তাই বা কম কীসের

নারায়ণ দাস

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সম্প্রতি আমেরিকা সফরে সে দেশের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ যা চেয়েছিলেন, তা হয়ত পাননি। কিন্তু একেবারে খালি হাতেও ফেরেননি। দেশে ফিরে এসে বলেছেন, তিনি তৃপ্ত। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর অর্থবহ কথা হয়েছে। অর্থবহ কথা কী—খোলসা করে না বললেও পাকিস্তানের উন্নতিতে আমেরিকা অতীতে সেভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, এখনও সেই অবস্থান থেকে ওই দেশ সরে আসেনি। তিনি বলেছেন, সন্ত্রাসবাদ দমনে পাকিস্তানে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, তা সবিস্তারে ট্রাম্পকে জানিয়েছেন—শুনে তিনি খুশি। উল্লেখ্য, ওয়াশিংটন পাকিস্তানে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী যেসব সংগঠন গজিয়ে উঠেছে তাদের নাশকতামূলক কাজকর্ম অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য অনেক দিন থেকেই চাপ সৃষ্টি করে আসছিল। এসব তো গেল, কিন্তু ইমরান খুশি হয়েছেন আমেরিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ আশ্বাস পেয়ে —তা হল আমেরিকা পাকিস্তানকে যে এফ ১৬ যুদ্ধবিমান সরবারাহ করেছে, তার প্রযুক্তিগত বিদ্যাও পাকিস্তানের বিশেষজ্ঞদের শেখাবে। তা ছাড়াও নানা ক্ষেত্রে পাকিস্তানে পাশে থাকবে। সুতরাং এই যুদ্ধবিমানের খুঁটিনাটি জানতে এখন আর পাকিস্তানকে কোনও অসুবিধের সম্মুখীন হতে হবে না। এ ব্যাপারে নয়াদিল্লির সাউথ ব্লক এখন পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেনি। তবে বিদেশ মন্ত্রকের একজন মুখপাত্র সম্প্রতি বলেছেন, বিষয়টি নিয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করেছে ভারত। পাক প্রধানমন্ত্রী আমেরিকার সফর নিয়ে আর কী বলেন, তা জানার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

এখানে বলা দরকার আমেরিকা পাকিস্তানকে এই অতি উন্নতমানের বিমান এফ-১৬ বিক্রি করেছিল কতগুলি শর্তসাপেক্ষ। কী সেই শর্ত? সন্ত্রাসদমন ছাড়া আর কোনও কাজে তা ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু সেই শর্ত লঙ্ঘন করে কয়েকমাস আগে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যে স্বল্প সময়ের আকাশযুদ্ধ হয়েছিল, তাতে পাক বিমানবাহিনী এই এফ-১৬ বিমান ব্যবহার করে ভারতের একটি বিমানকে ভূপাতিত করেছিল। এই বিমানের চালক উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমান পাক বায়ুসেনাদের কাছে বন্দি হয়েছিলেন। শর্ত ভেঙে পাকিস্তানের এই বিমানের ব্যবহার নিয়ে ভারত আমেরিকার কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। আমেরিকা ভারতকে অশ্বাস দেয় বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানের কাছে জানতে চাওয়া হবে। আর সত্যিই যদি ওই বিমান ব্যবহার হয়ে থাকে, তাহলে আমেরিকা পাকিস্তানের কাছ জানতে চাইবে এফ-১৬ নিয়ে যে চুক্তি তা কেন লঙ্ঘন করা হল? পাকিস্তান অবশ্য এফ-১৬ এবং ব্যবহার ধুয়েমুছে অস্বীকার করেছে। পরে পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাওয়া ভারতের বিমানের পাইলটকে মুক্তি দেয়। এই যুদ্ধবিমান ব্যবহারের প্রতিবাদে ভারত সোচ্চার হলেও, ডোনাল্ড ট্রাম্পও কিন্তু ওই বিমানের প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞান বিতরণের আশ্বাস দিয়ে পাক প্রাধানমন্ত্রীর মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। কিন্তু পাকিস্তান মুখে যা বলে, কাজে তা করে না এই ব্যাপারে আমেরিকা ভালভাবে অবহিত

থাকলেও, পাকিস্তানের প্রতি একটি 'সফট কর্নার' থাকাতে ওই দেশটিকে বাগে আনতে পারেনি।

পাকিস্তান সফরে যাওয়ার আগে আন্তর্জাতিক জঙ্গি মাসুদ আজহারকে গ্রেফতারকরে জেলবন্দি করা হয়। এই জঙ্গি মুম্বাইয়ের নাশকতার সঙ্গে যুক্তি ছিল। তবে তৎপরতা বন্ধ করতে ভারত সহ অন্যান্য দেশ পাকিস্তানের ওপর নিরন্তর চাপ সৃষ্টি করে ছিল। কিন্তু পাকিস্তান চাপের মুখে পড়েও এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। সুতরাং শেষমেশ ওই জঙ্গিকে গ্রেফতার যে ডোনাল্ডকে খুশি করার জন্য, তা নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে সত্যি সত্যিই ওই জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে কিনা তা নিয়ে শুধু ভারত নয়, পাকিস্তানেও কথা উঠেছে। কারণ অতীতেও মাসুদ আজহারের গ্রেফতার নিয়ে নানা চেষ্টার কথা পাকিস্তান রটিয়েছিল—কিন্তু তার গতিবিধি সম্বন্ধে সব জেনেও পাকিস্তান তাকে গ্রেফতার না করে পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধে দিয়ে পালন করেছে।

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, ইমরানের সফরকালে, সামরিক খাতে আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানের প্রায় ১২ হাজার কোটি ডলারের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই চুক্তি অনুসারে সামরিক সাহায্য তো মিলবেই, তাছাড়া বিভিন্ন সংস্থাকে দিয়ে যুদ্ধবিমানগুলির দেখভাল করাবে পেন্টাগন। এই চুক্তির বিষয় নিয়ে ও সাইথ ব্লক সরকারিভাবে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেনি। তবে চুক্তি নিয়ে যে ভারত আদৌ খুশি নয়, তা বলাই বাহুল্য। কূটনৈতিক মহলের প্রশ্ন, তাহলে কি আমেরিকা পাকিস্তানকে সামরিকভাবে আরও শক্তিশালী হতে সাহায্য করছে? এর আগে পাকিস্তানের ওপর হোয়াইট হাউস সামরিক বিষয়ে যেসব নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, ইমরানের সফরে ডোনাল্ড ট্রাম্প গলে গিয়ে কী সেই সব নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন? ভিতরে ভিতরে পাকিস্তানকে নানাভাবে সাহায্যের আরও ইঙ্গিত দিলেন প্রেসিডেন্ট? আর সেই ইঙ্গিত পেয়েই সফর শেষে পাকিস্তানের মাটিতে পা ফেলেই ইমরান খুশিতে ডগমগ হয়ে বললেন, তাঁর সফরের সাফল্যের ইতিবৃত্ত। এ ব্যাপারে যে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে আমেরিকার বিদেশমন্ত্রক তা সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না তা এখনও বহাল আছে। তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্দেশ মেনে আমেরিকা পাকিস্তানের নিরাপত্তা আরও মজবুত করতে কিছু সাহায্য করবে। দুই দেশের সম্পর্কের কথা মাথায় রেখেই এই কাজটি করা হবে। তবে সেই সঙ্গে ট্রাম্প সন্ত্রাসবাদ দমনে পাকিস্তানকে আরও কড়া হতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে পাক প্রধানমন্ত্রীকে কিছু কড়া কথাও জানিয়েছেন বলে জানা যায়। ইমরান ট্রাম্পের কথায় একটু নড়েচড়ে বসে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, সন্ত্রাস দমনে পাকিস্তান এখন কঠোর মনোভাব নিয়েছে।

মাসুদ আজাহারের গ্রেফতারতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইমরান আমেরিকায় পৌঁছলে তাকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য আমেরিকা প্রশাসনের কোনও শীর্ষ ব্যক্তিত্ব না থাকলেও প্রেসিডেন্টেরসঙ্গে আলাচারিতা সহ সামরিক সাহায্যের ক্ষেত্রে আশ্বাস পেয়ে তিনি খুশি মনেই দেশে ফিরেছেন। পাকিস্তানের সংবাদপত্র প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকা থেকে প্রাপ্তির কথা খুব ফলাও করে ছেপেছে।

ট্রাম্প ইমরানের আলোচনায় কাশ্মীর প্রসঙ্গও উঠেছিল। আর তখনই ট্রাম্প বলেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব দিলে,তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, তিনি রাজি আছেন। এই ব্যাপারটি নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক মহলে, সংসদে রীতিমতো তোলপাড়। বিরোধীরা জানতে চান ট্রাম্পের কথার সত্যতা---ভারতের প্রধামন্ত্রী সত্যিই কি আমেরিকার মধ্যস্থতা চেয়েছেন? কারণ ভারতের ঘোষিত নীতি হলে, কাশ্মীর নিয়ে যদি কোনও কথা বলতে হত তা পাকিস্তানের সাথে দ্বিপাক্ষিক স্তরে হতে পারে। কোনও মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই। তা যদি হয় আর প্রধানমন্ত্রী ট্রাম্পকে মধ্যস্থতা করে বলে থাকেন তাহলে ভারত তার নীতি থেকে সরে এল। বিষয়টি নিয়ে সংসদে ঝড় বইল, বাইরে বিরোধীদের কঠোর সমালোচনা। লোকসভায় কংগ্রেস সাংসদদের লিডার অধীর চৌধুরী জোর দাবি তুললেন, তাঁরা 'ঘোড়ার মুখ থেকে বিষয়টিরসত্যতা নিয়ে জানতে চান। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং খোলাসা করে বলুন ট্রাম্পের কথা সত্যি কি না। বিষয়টি যখন সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম, তখন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর সংসদের উভয় পক্ষের সদস্যদের অভয় দিয়ে জানালেন, প্রধানমন্ত্রী আদৌ আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে কাশ্মীর নিয়ে মধ্যস্থতা করার কথা বলেননি। ট্রাম্পের কথারকোনও সত্যতা নেই। কিন্তু সদস্যরা বিদেশমন্ত্রী এই ঘোষণার পরও খুশি হতে পারেননি। তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে শুনতে চান। যদিও প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি। খুলবেন বলেও মনে হয় না। বিষয়টি নিয়ে বাকবিতণ্ডা একন থামার পথে। তবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কখনও কী বলেন, তা নিয়ে মাঝে মধ্যেই বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অনেক বিষয়ে তিনি বলেছেন, কিনা, তার সত্যতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। সম্প্রতি একটি খবর বের হয়েছিল, প্রেসিডেন্ট এ পর্যন্ত দশ হাজার অসত্য কথা বলেছেন।

তবে বিষয়টা কিন্তু রহস্যে আবৃত। প্রধানমন্ত্রীরচুপ করে থাকা মানেই তা নিয়ে রহস্য আরও দানা বাঁধবে। আর প্রধানমন্ত্রী যদি সত্যিই এই মধ্যস্থতার কথা ট্রাম্পকে না বলে থাকেন, তাহলে ট্রাম্পাই বা পাক প্রধানমন্ত্রীকে বললেন কেন? কী দরকার ছিল? আর সেই কথারসুর ধরে ইমরানের মন্তব্য, দ্বিপাক্ষিক স্তরে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আলোচনায় পাক-ভারত দ্বন্দ্ব মিটবে না। অর্থাৎ তিনি ঘুরিয়ে বলতে চান, মধ্যস্থতার প্রস্তাবটা সত্যিই ভারতের প্রধানমন্ত্রীরকাছ থেকে এসেছে। ভারতেরবিদেশমন্ত্রক বলেছে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ---পাকিস্তান জোর খাটিয়ে কাশ্মীরের একটি অংশ দখল করে চলেছে। তা সত্ত্বেও পাকিস্তান কাশ্মীর নিয়ে যদি কোনও আলোচনা চায়, তা দ্বিপাক্ষিক স্তরেই হতে পারে। কোনও মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই। এখন দেখতে হবে,আমেরিকা ও পাকিস্তানের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, তার থেকে সামরিক খাতে পাকিস্তান কী সুবিধে পায়। কাশ্মীর সীমান্তে পাক-মদতপুষ্ট জঙ্গিরা প্রতিদিন ঝামেলা করছে ---গোলাগুলি হচ্ছে, তা নিয়ে পাক প্রধানমন্ত্রী নীরব থাকছেন। আরর এই জঙ্গি হানা জিইয়ে রেখে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতির জন্য তিনি তাঁর দলের শাসনের শুরু থেকেই প্রস্তাব দিয়ে আসছেন। ভারত আলোচনা প্রস্তাব প্রত্যখ্যান করেছে। কারণ ভারতের দৃঢ় বক্তব্য পাকিস্তান যতদিন পর্যন্ত কাশ্মীর সীমান্তে জঙ্গি হানা বন্ধ করতে কার্যকরী ব্যবস্থা না নিচ্ছে, ততদিন ওই দেশেরসঙ্গে সুসম্পর্কের কোনও আলোচনা হতে পারে না। সর্বাগ্রে সামীন্তের জঙ্গি হানার অবসান, তারপর আলোচনার রাস্তা খোলার বিষয় নিয়ে ভাবা। ইমরান পাকিস্তানে ক্ষমতা লাভের পর একমাত্র কর্তারপুর করিডর নিয়ে দুই দেশের মধ্যে একটি সৌহার্দ্যমূলক আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া কোনও সদর্থক আলোচনা পাকিস্তানের সঙ্গে হয়নি। ভারত এ ব্যাপারে খুব কঠোর মনোভাব নিয়েছে। পাকিস্তানে যখন শত্রুতা ভুলে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ার সঠিক পথে হাঁটবে, একমাত্র তখনই পাকিস্তানের সঙ্গে একটি গঠনমূলক আলোচনারকথা নিয়ে ভাববে।

সর্ভশেষ, পাক সরকারের মাথায় একটি শুভবুদ্ধির উদয় হল। আন্তর্জাতিক আদালতের নির্দেশ মেনে ইসলামবাদে ভারতীয় দূতাবাসের প্রতিনিধিদের জেলে বন্দি কুলভূষণের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দিয়েছে পাক প্রশাসন। নয়াদিল্লির বিদেশমন্ত্রকের এক মুখপাত্র বলেছেন, পাকিস্তানের প্রস্তাব খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সৌ

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

ভাষা না শিখলে উদ্বাস্তুদের সামাজিক ডোল বন্ধ, প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর

নারায়ণ দাস

নরওয়ের ভেস্টল্যান্ডের (পশ্চিম অঞ্চলে) পৌর নির্বাচনী এক সভায় নরওয়ের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আরনা সোলবার্গ (রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী দলের প্রধান নেত্রী) সম্প্রতি ঘোষণা করেন, নরওয়েজিয়ান ভাষা না শিখলে উদ্বাস্তুদের সামাজিক ডোল দেওয়া বন্ধ করা হবে। তাঁর প্রস্তাব হচ্ছে, নরওয়েতে অভিবাসী বা ইমিগ্রান্ট যত পরিবার আছে, তাদের অবশ্যই নরওয়েজিয়ান ভাষা শিখতে হবে। তাঁরা যদি ভাষা না শেখেন তবে সামাজিক ডোলের ওপর যে সব ইমিগ্রান্ট বেঁচে আছেন তাঁদের সামাজিক ডোল দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হবে অথবা ডোলের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হবে। এদেশে তৃতীয় বিশ্ব থেকে আসা অনেক পরিবারের নারীরা নিজেদের মাতৃভাষাই জানেন। না। আনপড় এইসব নারীরা কী দেশে কী বিদেশে সন্তান-উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে, আর এখনও। যাঁদের অনেক সন্তান থাকে বা আবার একটি সন্তানই থাকুক, গরিব বেকার এইসব মা ও নারীদের সামাজিক ডোল ছাড়া বাঁচার অন্য উপায় নেই। সেখানে তাঁদের ডোল বন্ধ করলে প্রধানমন্ত্রী আরনা সোলবার্গের (মহিলা নেত্রী) নয়া আইনের---নরওয়ের এরাই সবচেয়ে ভুক্তভোগী বা এর শিকার হবেন বলে মন্তব্য করেছেন নরওয়ের ভাষাশিক্ষার প্রধান বোসেন হফ্ট স্কুলের (প্রাপ্তবয়স্ক) প্রধান বা হেডমাস্টার পিটার ঈট্রেরেন্গ্।

মেয়েরা দুঃখী বা ভুক্তভোগী ইমিগ্রান্টদের মধ্য, এর দ্বারা তাঁরাই বেশি বেশি এর ফলাফল ভোগ করবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তিনি। যতই 'একত্রীকরণের' শুভ প্রয়াস হিসেবে দেখাক না কেন, ছোট জাতি ছোট দেশের ভাষাকে প্রাধান্য দেবার কথা বলুন না কেন ছোট জাতি ছোট দেশের ভাষাকে প্রাধান্য দেবার কথা বলুন না কেন প্রধানমন্ত্রী,সবই চরম জাতীয়তাবাদকেই উস্কানি তথা দেশবাসীদের আশ্বস্ত করা তাঁর দেশপ্রেম তথা নবজাতি ও স্বাদেশপ্রেম একই সঙ্গে অভিবাসীদের কল্যাণ বা অবস্থা উন্নয়নের প্রস্তাবের চমক, নির্বাচনের পূর্বে।

সোলবার্গ বা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে নেতৃত্বে সরকার নরওয়ের বর্তমান আইনকানুন পাল্টাতে চান।

যেসব অভিবাসী বা উদ্বাস্তু প্রথমে আসেন, তাঁদের একটি ভূমিকা বা নরওয়ের পরিচিতি কর্মসূচি একটি কোর্স দেওয়া হয়। এই কর্মসূচি কোর্সের পর যথেষ্টভাবে নরওয়ের বাষা যদি তাঁরা না শেখেন, তবে তাঁদের পুরোপুরি 'ভাষা শিক্ষার কোর্স পুরো করতেই হবে। তাহলেই তাঁরা সামাজিক সাহায্য বা ডোল পেতে পারেন। নইলে নয়। নরওয়ের সংবিধানে এই ধরনের কোনও বৈষম্যমূলক আইনের অস্তিত্ব নেই।বরং আছে বৈষম্যবিরোধী। সুস্পষ্টভাবে ভাষা শিক্ষার প্রধানশিক্ষক সাবধান করেদেন প্রধানমন্ত্রীরসামাজিক ডাল ছাড় প্রস্তাব আসলে ক্ষতিগ্রস্তদের বা গরিবদের থেকেই কেড়ে নেওয়া সরকারি সাহায্য।; বিদেশিদের নরওয়েজিয়ান ভাষা শিক্ষাদন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সরকারি প্রস্তাবে সরাসরি বলেছেন না। নরওয়ের ভাষায় । Nei takk বৈষম্যমূলক ও অমানবিক প্রস্তাবের বিরোধিতা করে তিনি সাবধান করে দিয়েছেন নরওয়েবাসীদের, এখই সঙ্গে দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল দলের এই শর্তসাপেক্ষ ভাষা শিক্ষাও কার্যকরী হতে পারেই না। বরং এতে আনপড় অভিবাসীদের বেঁচে থাকার জন্য সামান্যতম ডোল বা সাহায্য কেড়ে নেবার আইন চালু করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন সরকারিপক্ষ। নতুন আসা উদ্বাস্তু বা অভিবাসীদের মধ্যে যাঁরা মা ও গ্রাম্য-মুর্খ তাঁদের অনেকের মাতৃভাষার অক্ষরজ্ঞান নেই। উপরন্তু তাঁরা ইতিপূর্বেই সন্তানের দায়িত্ব বহন করেন, একা মা হিসেবে। কেননা অনেকেই স্বামী পরিত্যক্তা অথবা বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছে কিংবা সংঘর্ষ বা যুদ্ধে—স্বামী নিহত বা চিরপঙ্গু গুরুতর আহত।

বড়ই অসহায় এইসব নবাগতা বিদেশি---একাকী মাতা অথবা বিবাহিতারা বছর বছর সন্তানের জন্ম দেন। ভাষাশিক্ষার শেষ সুযোগ ৫ বছর পর্যন্ত—সরকারি প্রস্তাব অনুযায়ী বা আইন অনুযায়ী পাঁচ বছরের মধ্যে দু'তিনটি সন্তান হলে, সেই নারী ভাষাশিক্ষার সময় কীভাবে পাবেন বা পেতে পারেন। অথচ সরকারি নিয়ম হবে ভাষা না শিখলে হাসায্য বন্ধ। তাদের তরুণ সন্তানরা ভাষা শিখে চাকরি জোগাড় করতে না পারলে অথবা ভাষায় উপযুক্ত না হলে চাকরির প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যদি চাকরি না পায়, তবে ভাষা না শেখার জন্যই তাদের ও সাহয্য করা বন্ধ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী ও সরকারি এই প্রস্তাব নরওয়ের মেলিক বা বুনিয়াদি ও স্বাধীন সংবিধান বিরোধীও বটে। প্রস্তাব গৃহীত বা কার্যকরী করতে হলে বুনিয়াদি আইনকানুন ও ধারা। এছাড়া ভাষা কোর্স অনেকের ক্ষেত্রেই বন্ধ করতে হয়—কেননা তাঁরা গর্ভবতী। সুতারং ভাষা শিক্ষার পাঁচ বছরের সীমা ও যে অধিকার তাঁদের ক্ষেত্রে স্বীকৃত, তা তাঁরা অন্তঃসত্ত্বা থাকায় ক্লাস করতে বদলাতে হবে। অর্থাৎ প্রাপ্ত অধিকার সন্তানের মা বা গর্ভবতী নারী ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ব্যবহার বা কাজে লাগাতে পারেন না।

প্রধান শিক্ষক মশায় এভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিবাসীদের প্রকৃত প্রতিকূল অবস্থা তুলে ধরেছেন।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

সেমিনারে যোগ দিতে বাংলাদেশে আসা ভারতীয় নারী চিকিৎসকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১০।। সেমিনারে যোগ দিতে বাংলাদেশে আসা শ্রাবনী মিত্তাল (৫০) নামে এক ভারতীয় নারী চিকিৎসক মারা গেছেন।শনিবার (১০ আগস্ট) বিকেলে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে প্রথমে সেন্ট্রাল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে স্কয়ার হাসপাতালে নেওয়ার পর তিনি মারা যান।

শেরেবাংলা নগর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) গৌতম বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) একটি সেমিনারে যোগ দিতে ৪-৫ দিন আগে ঢাকায় আসেন ভারতীয় ওই নারী চিকিৎসক। তিনি যে বাসায় উঠেছিলেন সেখানেই শনিবার বিকেলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন।প্রথমে তাকে সেন্ট্রাল হাসপাতালে নেওয়া হয়। এরপর উন্নত চিকিৎসার জন্য স্কয়ার হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানেই তিনি মারা যান।নিহতের মরদেহ বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রাখা হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে তার মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত করতে পারেননি এসআই গৌতম।

ঈদযাত্রায় ভয়াবহ শিডিউল বিপর্যয়ে বাংলাদেশের ট্রেন

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১০।।

ঈদযাত্রার চতুর্থ দিনে ভেঙে পড়েছে ট্রেনের শিডিউল। প্রতিটি আন্তঃনগর ট্রেন ৬ থেকে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত দেরিতে ছাড়ছে। অনেক ট্রেন ১২ ঘণ্টা অপেক্ষার পরও স্টেশনে পৌঁছায়নি। কর্তৃপক্ষ বলছে ট্রেনে অতিরিক্ত যাত্রী থাকায় ধীরগতি তৈরি হয়েছে, এতে ট্রেন বিলম্বে স্টেশনে আসছে।

তবে কমলাপুর স্টেশনে ট্রেন আসার পরই আবারও গন্তব্যের উদ্দেশে ছেড়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে শিডিউল বিপর্যয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন নারী ও শিশু যাত্রীরা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত স্টেশনে অবস্থান করায় ক্লান্ত হয়ে অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েন। বিকেল থেকে মশার উপদ্রব বাড়ায় ডেঙ্গুজ্বরের আশঙ্কাও করছেন অনেকে।

শনিবার (১০ আগস্ট) বিকেলের পর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন ঘুরে এ চিত্র দেখা গেছে।স্টেশন সূত্রে জানা গেছে, এদিন কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে মোট ৫৫টি ট্রেন দেশের বিভিন্ন গন্তব্যের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ার কথা রয়েছে। এর মধ্যে ৩৪টি আন্তঃনগর, ৩টি ঈদ স্পেশাল, বাকিগুলো মেইল ট্রেন। মেইল ট্রেন সময়মতো স্টেশন ছাড়লেও শিডিউল বিপর্যয়ে পড়ে আন্তঃনগর ও ঈদ স্পেশাল।এদিন নীলসাগর এক্সপ্রেস সকাল ৮টায় কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে চিলাহাটির উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও ১২ ঘণ্টা পেরিয়ে রাত সাড়ে ৮টায় সম্ভাব্য সময় দেওয়া হয়েছে। যদিও স্টেশন কর্তৃপক্ষ জানে না কয়টা নাগাদ স্টেশনে ট্রেনটি এসে পৌঁছাবে। তারপর ছেড়ে যাওয়ার বিষয়। রংপুর এক্সপ্রেস সকাল ৯টায় স্টেশন ছাড়ার কথা থাকলেও এটি ছাড়ার সম্ভাব্য সময় দেওয়া হয়েছে রাত ৯টায়। লালমনি ঈদ স্পেশাল সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে স্টেশন ছাড়ার কথা থাকলেও এটি ছাড়ার সম্ভাব্য সময় দেওয়া হয়েছে রাত সাড়ে ১০টা, সিল্ক সিটি দুপুর ২টা ৪০ মিনিটে ছাড়ার কথা থাকলেও এটি ছাড়ার সময় দেওয়া আছে রাত ১১টা ৫৫ মিনিট, খুলনা অভিমুখী চিত্রা এক্সপ্রেস সন্ধ্যা ৭টায় ছাড়ার কথা থাকলেও এটি ছাড়ার সম্ভাব্য সময় দেওয়া হয়েছে রাত ১টা ৪০ মিনিট, দ্রুতযান এক্সপ্রেস রাত ৮টায় ছাড়ার কথা থাকলেও এখনও সেটি ছাড়ার কোনো সময় দেওয়া হয়নি।

এদিকে ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন নারী ও শিশুসহ অন্য যাত্রীরা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত স্টেশনে অবস্থান করায় ক্লান্ত হয়ে অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েন। তবে বিকেল থেকে মশার উপদ্রব বাড়ায় ডেঙ্গুজ্বরের আশঙ্কাও করছেন অনেকে।শিলা আক্তার রংপুরে যাওয়ার জন্য সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কমলাপুর স্টেশনে আসেন। তিনি বলেন, রংপুর এক্সপ্রেস সকাল ৯টায় ছাড়ার কথা থাকলেও এখনও স্টেশনেই ট্রেন আসেনি, বাধ্য হয়ে বসে আছি। জানিনা কখন ট্রেন আসবে। তবে মশার উপদ্রব বেশি মনে হচ্ছে, এজন্য ভয় লাগছে।শফিকুল ইসলাম নামে অপর এক যাত্রী স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সকাল ৯টায় স্টেশনে এসেছেন। তার যাত্রা সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে লালমনি ঈদ স্পেশাল হওয়ার কথা ছিলো, কিন্তু রাত সাড়ে ১০টায় সম্ভাব্য সময় দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, উন্নত বিশ্ব এখন ট্রেন নির্ভর হচ্ছে আর আমাদের দেশে তার অবনতি হচ্ছে। সরকারের উচিত ট্রেনের প্রতি ভালো দৃষ্টি দেওয়া। নারী-শিশু নিয়ে এই স্টেশনে বসে থাকার কোনো পরিবেশ নেই, ভালো টয়লেট নেই।তবে স্টেশন কর্তৃপক্ষ বলছে ট্রেনের শিডিউল ভালো ছিলো, শুক্রবারের এক্সিডেন্ট (সুন্দরবন এক্সপ্রেস) আর অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ থাকায় ট্রেনের গতি কিছুটা কমেছে।

কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন ম্যানেজার মোহাম্মদ আমিনুল হক বলেন, এবার ট্রেনের ঈদযাত্রা ছিলো নির্দিষ্ট সময়ে। তবে শুক্রবার একটা এক্সিডেন্ট হওয়ায় ৬ ঘণ্টা বিলম্ব তৈরি হয়। তাছাড়া ট্রেনে অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ থাকায় দেরিতে স্টেশনে ট্রেন পৌঁছাচ্ছে। আর স্টেশনে ট্রেন আসার পর এখানে কোনো দেরি হচ্ছে না, দ্রুত সময়ে আবার গন্তব্যে চলে যাচ্ছে।

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে বিএনপি নির্মম প্রহসন করছে : ড় হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১০।। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতা ও চিকিৎসা নিয়ে বিএনপি রাজনীতি করতে গিয়ে বিষয়টিকে নির্মম তামাশায় পরিণত করেছে।

শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় তথ্যমন্ত্রী বলেন,বিএনপি খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা নিয়ে অপরাজনীতি করেই যাচ্ছে। বাস্তবে, সরকার তার সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।বাংলাদেশ আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগ (বিএএমপিএল) বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই আলোচনার সভার আয়োজন করে।

আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড় হাছান বলেন, বেগম জিয়া দেশের সর্বোত্তম মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি (বিএসএমএমইউ)-এ চিকিৎসা নিচ্ছেন। এখন বিএনপি নেতৃবৃন্দ দাবি করছেন যে বেগম জিয়া খুবই অসুস্থ। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে তিনি শুধু জিহ্বার সমস্যায় ভুগছেন।তিনি আরো বলেন, খালেদা জিয়ার পা ও কোমরের ব্যথা বার্ধক্যজনিত স্বাস্থ্য জটিলতা। কিন্তু বিএনপি নেতৃবৃন্দ ভুলভাবে উপস্থাপন করে এটাকে নতুন সমস্যা হিসেবে দেখাচ্ছেন।আওয়ামী লীগের এই নেতা আরো বলেন,খালেদা জিয়া পায়ে ও কোমরে ব্যথা নিয়ে দু'দফা প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতার দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি বলেন, জেলখানায় একজন চিকিৎসক, একজন নার্স ও একজন গৃহকর্মী সর্বক্ষণ তার দেখভাল করছেন। দক্ষিণ এশিয়ার আর কেউ কোন জেলখানায় তার মতো সুযোগ পাচ্ছে না।

অথচ তা সত্ত্বেও বিএনপি নেতারা নির্জলা মিথ্যা বলেই যাচ্ছেন।হাছান বলেন, বেগম জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে বিভ্রান্ত ছড়ানোর কোন সুযোগ নেই।তথ্যমন্ত্রী বলেন, এ ধরনের মন্তব্য করে অল্প দিনেরই মধ্যেই বিএনপি নেতারা নিজেদের হাস্যস্পদে পরিণত করছেন। এ ধরনের হৃদয়হীন কৌতুক না করার জন্য আমি বিএনপি নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করছি।তিনি বিএনপি নেতৃবৃন্দকে গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে উন্নয়নশীল এই দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, প্রাণঘাতী এডিস মশার কামড়ে বহু মানুষ বাড়িতে ডেঙ্গু জ্বরের চিকিৎসা নিচ্ছেন। অনেকে এই প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

এ ব্যাপারে তিনি আরো বলেন, সরকার ডেঙ্গু প্রতিরোধে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু প্রত্যেককেই তাদের বাড়ি, বাড়ির আঙ্গিনা ও আশপাশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পাশাপাশি, মশার প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস করতে হবে যাতে প্রাণঘাতী এডিস মশার বিস্তার না ঘটে।তথ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে একসাথে ডেঙ্গু মোকাবেলায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।তিনি আরো বলেন, 'ডেঙ্গু প্রতিরোধে সরকারের পাশাপাশি আওয়ামী লীগও অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে।'

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সম্পর্কে হাছান বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শেখ ফজিলাতুন্নেছার সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতেন।

এই সকল সিদ্ধান্তই বাঙালী জাতির উত্থানের সাথে সম্পর্কিত। বঙ্গমাতা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বঙ্গবন্ধুকে সব সময় সাহায্য করেছেন।তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু জেলে থাকা অবস্থায় বঙ্গমাতা পুরো দেশকে তার পরিবার মনে করতেন। তিনি পরিবারের পাশাপাশি দলকেও পরিচালনা করেছেন। অনুষ্ঠানে বিএএমপিএল-এর সভাপতি এডভোকেট আসাদুজ্জামান দুর্জয়ের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট বলরাম পোদ্দার ও বিএএমপিএল সাধারণ সম্পাদক মুন্সি এবাদুল ইসলাম।

ঢাকার দুই মেয়র ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চায় বাম জোট

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১০।। ডেঙ্গু মোকাবেলায় অবহেলা ও ব্যর্থতার দায় নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও ঢাকার দুই মেয়রকে অবিলম্বে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছে বাম গণতান্ত্রিক জোট।

শনিবার রাজধানীতে ডেঙ্গুবাহী এইডিস মশা নিধন ও ডেঙ্গু থেকে জনগণকে রক্ষার দাবিতে পদযাত্রা-সমাবেশ থেকে এ আহ্বান জানানো হয়।পাশাপাশি সারাদেশে ডেঙ্গু শনাক্তকরণ কিটসহ প্লাজমা, প্ল্যাটিলেট প্রক্রিয়াকরণের জন্য রিএজেন্ট ও মশা নিধনের কার্যকর ওষুধ সরবরাহসহ ৮ দফা দাবি তুলে ধরা হয় এ কর্মসূচি থেকে।বিকালে পুরানা পল্টনে সিপিবি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে পদযাত্রাটি শুরু হয়। এরপর দৈনিক বাংলা, ফকিরাপুল আরামবাগ এলাকা হয়ে কমলাপুর রেল স্টেশনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে সমাবেশ করেন জেটের নেতাকর্মীরা।পদযাত্রার ডেঙ্গু সচেতনতায় মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ করেন বাম জোটের নেতাকর্মীরা। কমলাপুর রেল স্টেশনে সমাবেশে বক্তারা বলেন, সারাদেশে ডেঙ্গু এক আতঙ্কের নাম। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও ঢাকা সিটি করপোরেশনের দুই মেয়র যথাসময়ে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করায় ডেঙ্গু মহামারী রূপ নিয়েছে। তাদের উদাসীনতা, ব্যর্থতায় ইতিমধ্যে ডেঙ্গুতে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে।বক্তারা বলেন, লজ্জাবোধ থেকে পদত্যাগ না করে তারা তাদের ব্যর্থতার দায় জনগণের উপর চাপাচ্ছে। শুধু তাই না, সর্বস্তরের জনগণকে সাথে নিয়ে এ দুর্যোগ মোকাবেলা করার পরিবর্তে তারা গুটিকয় ব্যবসায়ীর মুনাফার স্বার্থে কাজ করছে।তাই জনগণের তামাশা না করে অবিলম্বে তাদের পদত্যাগের আহ্বান জানান নেতারা।

ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠক আবিদ হোসেন, বাসদের জুলফিকার আলী, গণসংহতি আন্দোলনের বাচ্চু ভূইয়া, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির আকবর খান, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের শামীম ইমাম।পদযাত্রায় অংশ নেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, সিপিবির সহ সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাসদের বজলুর রশিদ ফিরোজ, রাজেকুজ্জামান রতন, সিপিবির অনিরুদ্ধ দাস অঞ্জন।

সরকারের অব্যবস্থাপনায় ঈদযাত্রায় মানুষজনের দুর্ভোগ চরমে : রুহুল কবির রিজভী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১০।। সরকারের অব্যবস্থাপনার কারণেই ট্রেনের সূচিতে গড়বড় ও মহাসড়কে যানজটে ঈদযাত্রায় মানুষজনের দুর্ভোগ চরমে বলেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। শনিবার সকালে গুলশানে ডেঙ্গু প্রতিরোধে লিফলেট বিতরণের আগে তিনি বলেন,আজকে স্টিমার ঘাটে, লঞ্চঘাটে ভয়ংকর ভিড়। আরিচা ঘাটে ৪০ কিলোমিটার, ২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ লাইন, ভয়ংকর যানজট। ট্রেনের ভেতরে প্যাক্টআপ এবং ট্রেনের ছাদ প্যাক্টআপ। এই যে ঈদের সময়ে ঘরে ফেরা মানুষের যাওয়ার যে প্রস্তুতি সেটাকে সরকার নির্বিঘ্ন কখনো করেনি। তাদের অব্যবস্থাপনার কারণেই।তার ওপর বৃষ্টির মধ্যে রাস্তাঘাট খানা-খন্দ হয়ে পড়ে আছে। গাড়িঘোড়া-যানবাহন কিছুই চলতে পারছে না। এক ভয়ঙ্কর দুযোর্গের মধ্যে, দুর্বিপাকের মধ্যে এই দেশ অতিবাহিত করছে।

রিজভী বলেন,ঈদের সময়ে মানুষ বাড়ি যাবে নির্বিঘ্নে, কেন পথের মধ্যে মরে পড়ে থাকবে? কেন আমাকে সিডিউল ট্রেন পেতে ১২ ঘণ্টা বার, ২৪ ঘণ্টা, ৪৮ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। তাহলে উন্নয়নের যে কথা বলা হচ্ছে- এটা কথার ফুলঝুড়ি ছাড়া আর কিছুই না।এডিস মশা নির্মূলে সরকারের ব্যর্থতার সমালোচনা করে তিনি বলেন, এখন যে ওষুধ দিচ্ছে সেটাতে তো মশা মরছে না। ওই ওষুধে মশা শান্তির ঘুম ঘুমায়, ৫ মিনিট পরেই আবার মশা জাগ্রত হয়ে কামড় দেয়। এটা মশা মারার নয়, মশাকে সাময়িকভাবে ঘুম পাড়ানোর ওষুধ।তাহলে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে বিদেশ থেকে যে মশার ওষুধ আনল, সে টাকা কোথায় গেল, কার পকেটে গেল- এটা আজকে জনগণের জিজ্ঞাসা। এটা কিসের ওষুধ দেওয়া হচ্ছে? এটা সম্পূর্ণ ফাঁকিবাজী, জোচ্চুরি, এই জোচ্চুরি করেই তারা ক্ষমতায় থাকতে চাচ্ছে।

গুলশানে ডিএনসিসি মার্কেটে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের নেতাদের নিয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধে দলের প্রকাশিত লিফলেট বিতরণ করেন রিজভী।বিএনপির মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুস সালাম আজাদ, মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ইশতিয়াক আজিজ উলফাত, সাধারণ সম্পাদক সাদেক আহমেদ খান, সহসভাপতি আবুল হোসেন প্রমুখ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজের মাধ্যমে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলুন : শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১০।।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পবিত্র ঈদুল আজহার মর্মবাণী অন্তরে ধারণ করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজের মাধ্যমে বৈষম্যহীন, সুখী ও সমৃদ্ধ, বাংলাদেশ গড়ার তোলার জানিয়েছেন।তিনি বলেন,শান্তি, সহমর্মিতা, ত্যাগ ও ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা দেয় ঈদুল আজহা। তাই আসুন, আমরা সকলে পবিত্র ঈদুল আজহার মর্মবাণী অন্তরে ধারণ করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে জনকল্যাণমুখী কাজে অংশ নিয়ে বৈষম্যহীন,সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।শেখ হাসিনা ঈদুল আজহা উপলক্ষে শনিবার এক বাণীতে এ কথা বলেন।তিনি বলেন, পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মুসলিম জনগোষ্ঠীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ঈদ মোবারক।প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.) মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রিয়বস্তুকে উৎসগের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি লাভে যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেনতা বিশ্ববাসীর কাছে চিরকাল অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হয়ে থাকবে।তিনি বলেন, প্রতি বছর এ উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছল মুসলমানগণ কোরবানিকৃত পশুর গোশত আত্মীয়-স্বজন ও গরিব-দুঃখীর মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে মানুষে-মানুষে সহমর্মিতা ও সাম্যের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করেন।শেখ হাসিনা বিশ্বাস করেন, প্রতিবারের মতো এবারও ঈদ ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলের জীবনে সুখ ও আনন্দের বার্তা বয়ে আনবে।

তিনি ঈদুল আজহার দিনে আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ ও মুসলিম উম্মাহর উত্তরোত্তর উন্নতি, সমৃদ্ধি ও অব্যাহত শান্তি কামনা করেন।

ঈদ উপলক্ষে বিএসএফবিজিবির মধ্যে মিষ্টি বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১০।। ঈদ উপলক্ষে ত্রিপুরার আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট ও আখাউড়া সীমান্তে দায়িত্বে থাকা ভারতীয় সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনীর (বিএসএফ) পক্ষ থেকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যদের মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার (১০ আগস্ট) বিকেলে বিএসএফ'র আখাউড়ার অ্যাসিস্টেন্ট কমান্ডেন্ট হিতরাজ সিংয়ের নেতৃত্বে জওয়ানরা বিজিবি সদস্যদের মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেন।

পাশাপাশি ঈদের আগাম শুভেচ্ছাও জানানো হয়। বিজিবির পক্ষ থেকে মিষ্টির প্যাকেটগুলো গ্রহণ করেন ১৮ নম্বর বাহিনীর কমান্ডেন্ট সুবেদার আব্দুল হামিদ ও অন্যান্য জওয়ানরা।এ সময় উভয় দেশের বাহিনীর কর্মকর্তারা বলেন, মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত হলো।

শনিবার রাজধানীতে বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে ইয়াবাসহ ভারতীয় নাগরিক আটক

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১০।। নেত্রকোনার কলমাকান্দায় ৩০০ পিস ইয়াবাসহ সুষমি এম সাংমা নামে ভারতীয় এক নাগরিককে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) শনিবার (১০ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নের ফুলবাড়িয়া এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। সুষমি ভারতের বাগমারা জেলার দাম্বুক রাবার গিট্টিম গ্রামের প্যাসথ আর মারাকের ছেলে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহনূর এ আলম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দুপুরে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে থেকে ৩০০ পিস ইয়াবাসহ সুষমিকে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

খাওয়া সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলি কি?

ঢের হয়েছে মশাই। এবার ব্যাপারটা না হলে আর চলছে না। আরে, আমরা হলাম গিয়ে বাঙালি। আমাদের একটা জ্যাতাভি মান বলে কিছু আছে তো! গ্লোবাইলাইজেশনের যুগে বাংলা ভুলে যতই বং হই না কেন, আত্মাটাতো এখনো সে বাঙালিই আছে। তাই এসব গাল গপ্প আর কতদিন সহ্য হয় বলুন তো।

কি নিয়ে কথা বলছি বুঝতে পারছেন না নিশ্চয়? তা বুঝবেন কি করে। কোনো দিন কোনো কিছু নিয়ে একটু তলিয়ে ভেবেছেন নাকি। সারা জীবন সামনের লোকটা যা বলে এসেছে, তাতে গলা মিলিয়েছেন শুধু। আরে মশাই আমি এতসব কথা বলছি বাঙালি খাবার নিয়ে। এই যে আমাদের নানা পদ নিয়ে এত রকমের দারণা, সেগুলি আদৌ ঠিক কিনা। তা কখনো ভেবে দেখেছে? কোনো কিছু না ভেবেই এটারসঙ্গে ওটা খাওয়া যায় না, এটা খেলে সেটা হয— এমন সব ধারণা অন্ধের মতো মেনে চলেছেন।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখবেন কত এক্সপেরিমেন্ট কত ঘাম ঝরানোর পর একটা একটা বাঙালি পদের আবিষ্কার হয়েছে। মিষ্টির কথাই ধরুন না। সময়টা ১৯ শতক হবে হয়ত। সে সময় জন্ম নিয়েলি এক নতুন পদ। ছানার মিষ্টি। এর আগে বাঙালি জিহ্বা শুধুমাত্র ক্ষীরের মিষ্টিই চেখেছিল। ছানা তখন বাঙালির কাচে ছিল অপাংক্তেয়। উত্তর কলকাতায় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের তৈরি নতুন বাজারে শুরু হল ছানার মিষ্টি নিয়ে নানা গবেষণা। শেষে নানা হাত ঘুরে জন্ম হল সন্দেশের। পরে নলিনচন্দ্র দাসের একক চেষ্টায় বঙ্গজীবনে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল ছানার সন্দেশ। এর কিছু বছর পর ১৮৭৮ সালে আরেক মিষ্টি বিক্রেতা নবীনচন্দ্র দাস ছানার সঙ্গে সুজি মিশিয়ে তৈরি করলেন রসগোল্লা। আজও বাঙালির ভুরিভোজের আসর রসগোল্লা আর সন্দেশ ছাড়া ভাবাই যায় না।

তাহলে এবার ভাবুন বাঙালি খাবারের এতদিনকার এই যে ইতিহাস, তা কিছু বুল ধারণার জন্য কি এমনভাবে শেষ করে দেওয়া যায়?

পিয়াজ বড় হট, খেলে করবে ছটফট—

পিয়াজ খেলে নাকি গা গরম হয়। বাজে কথা। পিয়াজ খেলে বরং পাকস্থলী ঠান্ডা হয়। তবে এই ছোট্ট সবজিটি গরম তেলের সংস্পর্শে এলেই চরিত্র বদল করে গরম হয়ে যায়। তাই রান্না করা পিয়াজ গা গরম করে, কাঁচা পিয়াজ নয়। প্রসঙ্গত, এই খাবারটা গরম, এটা ঠান্ডা— এই ধারণাটা এসেছে চীনা তত্ত্ব, ইন অ্যান্ড ইয়েং অব ফুড থেকে। যে সব খাদ্য হার্টকে উদ্দীপিত করে, সে সব খাবার হল ইয়েং ফুড। আর যা খেলে পাকস্থলী ঠান্ডা হয়, সেগুলি ইন ফুড। পিয়াজ একটি ইন ফুড।

ফুলকো লুচি বনাম ন্যাতানো লুচি—

কেউ বলতে পারেন ফুলকো লুচি ভালো, না ন্যাতানো লুচি? না আমি স্বাদের দিক থেকে বলছি না। কোন লুচিটা খেলে শরীরের কম ক্ষতি হয়, সেটাই এখানে মূল বিবেচ্য বিষয়। শুনলে অবাক হবেন ছাঁকা তেলে ভাজা লুচি খেলে শরীর খারাপ হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। কারণ ফুলকো লুচি হয় তেল চুপচুপে। তাই ঠান্ডা লুচি বেঁদে দিয়ে যতই ভালো লাগুক না কেন, তা কোলেস্টেরল বাড়ায় হুড়মুড় করে।

কুমড়োভাজা, শরীর তাজা—

ভাতের সঙ্গে রোজ একটু করে কুমড়ো সেদ্ধ ব্যস, তাহলেই শরীর থাকবে চাঙ্গা, রোগ থাকবে দূরে— মা ঠাকুমাদের এই সেকেলে ধারণাটি একদমই ঠিক নয়। কারণ সেদ্ধর থেকে কুমড়ো ভাজা শরীরের পক্ষে বেশি ভালো. গবেষণায় দেখা গেছে ঢাউস এই সবজিটির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ থাকে, যা একমাত্র তেলের সংস্পর্শে এলেই সক্রিয় হয়। সেদ্ধ অবস্থায় এই ভিটামিনটি সে ভাবে কাজ করতেই পারে না। যে কারণে কুমড়ো সেদ্ধ খেলে শরীরের আলাদা করে কিছু ভালো হয় না। তাই ঠাম্মারা আজ থেকে আর সেদ্ধ নয়, ভাজা কুমড়োর জয়গান শুরু করুন।

খিচুড়ি নাকি অ্যাসিড ফ্যাক্টরি—

খিচুড়ি নামক খাদ্যটির সঙ্গে আমাদের ভালোবাসা সে কোন কাল থেকে। তবুও দেখ এই সুস্বাদু খাবারটিকে নিয়ে কত গুজব।

কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তো এও দাবি করেন, যে খিচুড়ি খেলেই নাকি অ্যাসিড হয়।

ভুল, সব ভুল! দোষটা আসলে খিচুড়ির নয়। আমাদের রান্নার পদ্ধতির। আমরা চাল ও ডাল একসঙ্গে দিয়ে খিচুড়ি রান্না করি। আর সেখানেই করি ফেলি আসলভুলটা। কারণ চাল যত তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়, ডাল অত ঝটপট সেদ্ধ হয় না। ফলে ডালটা কাঁচাই থেকে যায়। যে কারণে খিচুড়ি খেলেই অনেকের পেট ভার, বুক জ্বালা আর অ্যাসিড হয়। এবার থেকে খিচুড়ি রান্নার সময় প্রথমে হাঁড়িতে ডাল দিন। এর কিছুক্ষণ পর চাল মেশান। এতে চাল এবং ডাল দুটোই সমান সেদ্ধ হয়ে যাবে। দেখবেন আর কোনো সমস্যাই হচ্ছেনা।

বাঙালির ভাত ঘুম—

একথা ঠিক যে ভাত খেলেই ঘুম পায়। কারণ ভাতের মধ্যে মেলাটোনিন নামে একটি উপাদান থাকে, যা ঘুম ডেকে আনে। প্রসঙ্গত, ভাতের পাশাপাশি আলু, বার্লি এবং সিঙ্গাপুরি কলাতেও মেলাটোনিন থাকে। তাহলে প্রশ্ন, আলু বা সিঙ্গাপুরি কলা খেলে কেন ঘুম পায় না? উত্তরটা খুব সহজ। আমরা যে পরিমাণে ভাত খাই, সে পরিমাণে কি আলু বা সিঙ্গাপুরি কলাই খাই?

ভাতে মেদ বাড়ে, কমে রুটিতে—

ভাত আর রুটির নিউট্রিশন ভ্যালু একই। তাই ভাত খাওয়ার সঙ্গে মোটা হওয়ার যেমন কোনো সম্পর্ক নেই, তেমনি রুটি খেলেই তরতর করে মেদ ঝরবে, এমনটাই হয়না। আমরা সাধারণত ভাত খাই ডাল ও মাছের ঝোল দিয়ে। মাঝ ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। আর ডাল প্রোটিন সমৃদ্ধ। সঙ্গে ভাতের মধ্যে দিয়ে শরীরে কার্বোহাইড্রেট ঢোকে। তাই পুষ্টিগত দিক থেকে ভাত যে রুটির থেকে অনেক কদমই এগিয়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ডালে ডালে ইউরিক অ্যাসিড—

ডালের সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিড বাড়া বা কমার কোনো সম্পর্ক নেই। জেনে রাখা ভালো, যে সব খাবারে হাইপোজেনথিন নামক উপাদানটি থাকে, কেবলমাত্র সে সব খাবার খেলেই শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের আধিক্য ঘটে। প্রসঙ্গত, শুধু মুসুর ডাল কেন, কোনো ডালেই এই উপাদানটি থাকে না। যদিও ভাতের সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিডের সম্পর্ক নিবিড়। কারণ ভাতের মধ্যে সিম্পল সুগার খুব বেশি পরিমাণ থাকে। যা জয়েন্টের ব্যথা বাড়ার ক্ষেত্রে বড় ভুমিকা নেয়।ছোট মাছ খাও, বাড়বে চোখের জ্যোতি—

এই ধারণাটি অর্ধ সত্য। চোখের ক্ষমতা বাড়ায় ভিটামিন এ।

তিরাশি পেরিয়েও তরুণ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

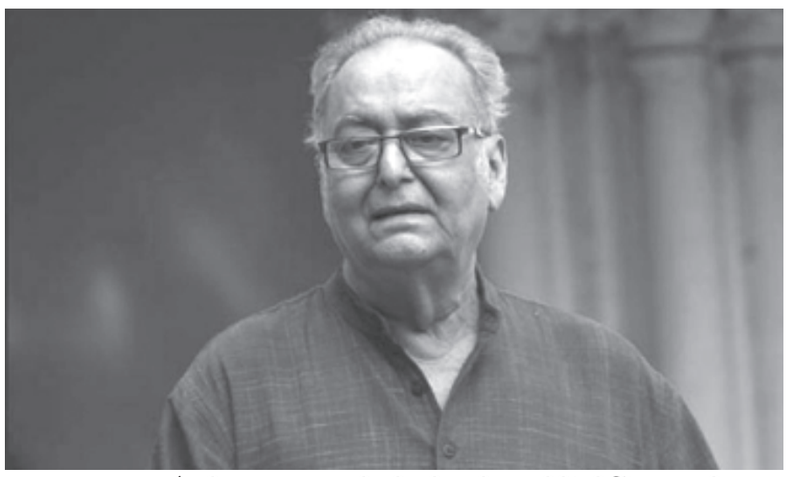

বাংলা চলচিচত্রের কিংবদন্তি অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাকে শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা। নতুন ছবির প্রিমিয়ার থেকে শ্রুতিনাটকের অনুষ্ঠান তারপর আবার শ্যুটিং। ব্যস্ততায় যে কোনো তরুণকে এই বয়সেও হার মানাবেন তরুণ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ১৯৫৯ সালে সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে অপুর সংসার এ প্রবেশ. তারপর থেকে এখনো অসংখ্য বাংলা চলচ্চিত্র অক্লান্তভাবে অভিনয় করে চলেছেন। সম্প্রতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সহেগ তার অভিনীত ময়ূরাক্ষী মুক্তি পেয়েছে। কোহিনপুর এক এপ্রিল সহ আরো অনেক চলচ্চিত্রে অভিনয় করছেন। কবিতা, থিয়েটার, চলচ্চিত্রচর্চা কোনো কিছুতেই উৎসাহ তো কমেনি, বরং বয়স বাড়ার সাথে সাথে উজ্জ্বল হচ্ছে তার উপস্থিতি। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে আটবার পেয়েচেন বিএফজেএ পুরস্কার। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে আটবার পেয়েছেন পুরস্কার। শ্রেষ্ঠ অভিনয় (রূপকথা নয়, ২০১৩), ছাড়াও সারাজীবনের কর্মকৃতিত্বের জন্য (১৯৯৪) জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন। চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান দাদাসাহেব ফালকে ছাড়াও সরকার তাকে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করেছে। ফ্রান্সের সরকার এই অভিনেতাকে লিজিয়ন অব দ্য অনার সম্মানে সম্মানিত করেছেন। ১৯ জানুয়ারি তিরাশি পেরিয়ে চুরাশিতে পড়লেন রুপালি পর্দার এই সোনালি নায়ক। ইউএনআই জানাচ্ছে, তার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন চলচ্চিত্র সংগ্রহালয়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে চলচ্চিত্রজগতের বিশিষ্টজনেরা। প্রসেনজিৎ বলেছেন, উনি আমাদের অনুপ্রেরণা। একজন বিশিষ্ট শিল্পীই শুধু নন, বিশ্বমানের এক কিংবদন্তি অভিনেতা, সৌমিত্রকাকু। চলচ্চিত্র নির্মাতা কৌশিক গাঙ্গুলি, অভিনেতা দেব, ইন্দ্রানী হালদার, সুদীপ্তা চক্রবর্তী, অরুণিমা ঘোষ প্রমুখ তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার সঙ্গে নিজেদের কাজের অভিজ্ঞতা এক গৌরবের বিষয়ে বলে মনে করছেন।

নোবেলজয়ী মালালার জীবন নিয়ে চলচ্চিত্র গুল মকাই

পাকিস্তানের অপরিচিত কিশোরী থেকে কিভাবে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ নোবেলজয়ী হয়ে উঠলেন মালালা, সেই জীবনসংগ্রামের কাহিনি নিয়েই এই চলচ্চিত্র। পাকিস্তানের কিসোরী মালালা ইউসুফজাইয়ের জীবনকাহিনি নিয়ে বলিউডে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন পরিচালক আমজাদ খান। ছবির নাম গুল মকাই। জানা গেছে, সর্বকনিষ্ঠ নোবেলজয়ী মালালার জীবনকাহিনি নিয়ে বলিউডে চলচ্চিত্র তৈরি করছেন নির্মাতা আমজাদ খান। ছবিটিতে অভিনয় করছেন রিমা শেখ, দিব্যা দত্ত, মুকেশ ঋষি, অভিমুন্য সিং এবং আজাজ খান। পরিচালক বলেন, সম্প্রতি ছবিটির শেষ কিছু দৃশ্যের শ্যুটিং হল কাশ্মীরের গান্দেরবালে। বেশিরভাগ দৃশ্যের শ্যুটিং হয়েছে গুজরাটের ভুজ ও মুম্বাইয়ে। পাকিস্তানের সোয়াট উপত্যকার অপরিচিত কিশোরী থেকে কিভাবে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ নোবেলজয়ী হয়ে উঠলেন মালালা, সে জীবনসংগ্রামের কাহিনি নিয়েই এই চলচ্চিত্র। তালিবান অধ্যুষিত সোয়াটের মতো এলাকার দৈনন্দিন জীবনযাপনের নানান চিত্রকে রূপ দেয়ার পাশাপাশি মালালার মতো কিশোরীরা তালিবানি শাসানি উপেক্ষা করে কীভাবে স্কুলে যায় তার বর্ণনা র য়েছে গুলম কাই সিনেমায় বরবার তালিবানি হামলা, চোখরাঙানি গ্রাহ্য না করে স্বাভাবিক জীবনে এগিয়ে চলার যে শক্তি মালালা অর্জন করেছে, তাই দেখা যাবে এই ছবিতে। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও মালালার অনমনীয় দৃঢ়তাকেই সম্মান জানিয়েছেন পরিচালক। ২০১৪ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পান মালালা ইউসুফজাই। ২০১২ সালে তালিবানি হামলায় মারাত্মক জখম হন তিনি। সোয়াট থেকে সংকটজনক অবস্থায় তাকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। আন্তর্জাতিক মহল তার সর্বোচ্চ স্তরের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠে আবার পড়াশুনা করেন। তার আই অ্যাম মালালা বইটি বেস্ট সেলার। নারী শিক্ষার দাবি নিয়ে দেশ বিদেশে এখন বক্তব্য রাখছেন মালালা।

স্টেম সেল থেরাপি

মনে করুন কোনো একটি অসুস্থতা নিয়ে আপনি ডাক্তারবাবুর কাছে গেলেন। আর ডাক্তারবাবু আপনার শরীরের বিশেষ কিছু কোষ বিশেষ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে সেগুলি দিয়েই চিকিৎসা করলেন। যোগ চমৎকারভাবে সেরেও গেল। কেমন হবে ব্যাপারটা?

স্টেম সেল—এর মাধ্যমে বৈপ্লবিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এরকম দিন আর দূরে নাই। কী এই স্টেম সেল?

গড়পড়তা সাধারণ কোষ বলতে আমরা যা বুঝি স্টেম সেলের চরিত্রে তার সঙ্গে আরো বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে।

এরা হল দেহের কিছু কোষসমূহ, যেগুলি অবিভেদিত বা অপৃথীকৃত অবস্থায় রয়েছে এবং যেগুলি থেকে একদিকে যেমন বিভিন্ন অঙ্গের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পৃথীকত কোষগুলি সৃষ্ট হয় এবং অন্যদিকে মাইটোসিস পদ্ধতিতে স্টেম সেলগুলি বিভাজিত হয়ে আরো বেশি পরিমাণ স্টেম সেলও তৈরি হয়।

স্টেম সেলগুলি মূলত দুই প্রকারের হয়—ভ্রূণের একটি বিশেষ দশা ব্লাস্টোসিস্ট থেকে সংগৃহীত এমব্রায়োনিক স্টেম সেল এবং অ্যাডাল্ট স্টেম সেল —যেগুলি দেহের বিভিন্ন টিস্যু এবং অঙ্গে ছড়িয়ে থাকে। চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত স্টেম সেল নানাভাবে সংগ্রহ করা যায় --- যেমন, অস্থিমজ্জা, অ্যাডিপোজ কলা, রক্ত, এমনকী জন্মের পর পরই নাভিনালি থেকেও প্রচুর পরিমাণে স্টেম সেল সংগ্রহ করা যায়।

পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে স্টেম সেল কালচার করার পদ্ধতিরও অনেক উন্নতি হয়েছে। খুব সম্প্রতি তো একটি ওয়েবসাইট-এ একদল বিজ্ঞানী দাবি করেছেন যে একটি নতুন আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে মাত্র ৩০ মিনিটে ভ্রূণজ জৈব পদার্থ ছাড়াই স্টেম সেল তৈরি করা যাচ্ছে। বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্টেম সেল-এর ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং গবেষণার পরিধি এতটাই বহুবিস্তৃত যে বলে শেষ করা কঠিন।

প্রথমদিকে শুধুমাত্র অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন—এর কাজে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে লিউকোমিয়া এবং লিম্ফোমা জাতীয় ক্যানসারের চিকিৎসায় সাইকোটক্সিস ওষুধের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলি প্রতিস্থাপন হিসাবেও স্টেম সেল ব্যবহার করা হচ্ছে।

বর্তমানে বিভিন্ন ব্রেন ক্যানসারের চিকিৎসায় স্টেম সেল ব্যবহারে ভালো সাড়া মিলেছে। স্ট্রোক, দুর্ঘটনাজনিত মস্তিস্কে আঘাত, এমনকী মস্তিস্কের কিছু ডিজেনারোটিভ ডিসঅর্ডার যেমন, পারকিন্সন ডিজিজ, স্টেম সেল থেরাপি পরীক্ষামূলক স্তরে সফল। তাছাড়া আমবিলিকাল কর্ড ব্লাড থেকে সংগৃহীত স্টেম সেলকে ক্ষতিগ্রস্ত সুষান্মাকান্ড-এর অংশে প্রয়োগ করেও কয়েকটি ক্ষেত্রে অসুবিধারস উপশম সম্ভব হয়েছে। পরীক্ষামূলক প্রাণীতেও স্টেম সেল-এর গবেষণায় অনেক সাফল্য মিলেছে, যেমন প্যারালিসিসে আক্রান্ত কুকুর স্বাভাবিকভাবে আবার হাঁটতে পারছে ইত্যাদি। পরীক্ষামূলক স্তরে মানুষের ওপর গবেষণায় যে যে সাফল্যগুলি মিলেছে সেগুলি নিম্নরূপ--- মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (পর্যাপ্ত রক্তপ্রবাহের অভাবজনিত কারণে হৃদপেশির পচনক্রিয়া) এবং অন্যান্য হার্ট ফেলিওর—এর ক্ষেত্রে স্টেম সেল থেরাপি সফলভাবে কাজে আসতে পারে।

কয়েকটি রক্তসংক্রান্ত অসুখে অন্যের দান করা রক্তের তুলনায় বা নিজের স্টেম সেল দিয়ে চিকিৎসা অনেক কার্যকরী।

এছাড়া মাথার টাকের সমস্যা প্রতিরোধে, কানের কক্লিয়ার হেয়ার সেল-এর গোলমালের জন্য বধিরতার প্রতিকারে এবং ক্ষতিগ্রস্ত চোখের কর্নিয়া ও রেটিনায় স্টেম সেলের মাধ্যমে দৃষ্টিহীনতা দূরীকরণে স্টেম সেল গবেষণার উন্নতি খুবই উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানীরা আশাবাদী, স্টেম সেল থেরাপির মাধ্যমে টাইপ-১ ডায়াবেটিস, অঙ্গপ্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে এবং কিছু জন্মগত মানসিক রোগ দূরীকরণও সম্ভব। এছাড়া কিছু হাড়ের চিকিৎসায়, ক্ষত নিরাময় এবং শুক্রাণুর স্বল্পতার চিকিৎসায় স্টেম সেল থেরাপি উপযোগী।

যদিও বর্তমানে যে পদ্ধতিতে এমব্রায়োনিক স্টেম সেল সংগ্রহ করা হয়, তা নিয়ে কিছু বির্তক থাকলেও বর্তমানে ভারতের অনেক জায়গাতেই স্টেম সেল থেরাপিকে সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য প্রয়াস শুরু হয়েছে। যেমন ব্যাঙ্গালুরুর সেন্টার পর স্টেম সেল রিসার্চ ও হায়দারাবাদের সেন্টার ফর স্টেম সেল সায়েন্স ইত্যাদি। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর রিজেনেরেটিভ ডিপার্টমেন্টে এই নিয়ে বিশ্বমানের গবেষণা ও সঙ্গে সঙ্গে রোগীর চিকিৎসাও শুরু হয়েছে।

এই বছর ২০ ফেব্রুয়ারি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এখানে একটি কর্ড ব্লাড ব্যাংক-এর উদ্বোধন করেছেন। যেখানে প্লাসেন্টা জাত ভ্রূণ পদার্থ ও নাভিনালির রক্ত এবং তা থেকে প্রাপ্ত স্টেম সেল বিভিন্ন পর্যায়ে সংরক্ষণ করা হবে, যাতে সাধারণ মানুষের কাছে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা আরো সহজলভ্য হয়।

সম্ভাবনা অনেক। বাধাও আছে কিছু। তবে সব বাধা অতিক্রম করে আগামী দিনের চিকিৎসা ব্যবস্থার এক যুগান্তকারী সোপান হয়ে উঠবে স্টেম সেল থেরাপি—বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত। আমরাও সেইদিনের অপেক্ষায় থাকব।

কোমর ব্যথার কারণ

পি এলআইডি বা লাম্বার ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক প্রল্যাপস। পিএলআইডি তিন মাত্রার হতে পারে স্বল্প, মাঝারি ও তীব্র মাত্রা। লক্ষ্মণঃ প্রধান লক্ষণ কোমর ব্যথা। ব্যথা কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত চলে যেতে পারে। পায়ে ঝিঁঝি ধরতে পারে বা শিরশিরে অনুভূতি হতে পারে। অনেক রোগী বলে থাকেন পা চাবাচ্ছে। সামনে ঝুঁকলে ব্যথা বাড়ে, রোগী বেশিক্ষণ হাঁটতে বা দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। অনেকে শোয়া থেকে উঠে বসতেই পারেন না। তীব্র পিএলআইডির ক্ষেত্রে ব্যথা ছাড়াও স্নায়ুজনিত বিভিন্ন লক্ষ্মণ থাকতে পারে।

রোগ নির্ণয়ঃ মেরুদণ্ডের কোমরের অংশ পাঁচটি কশেরুকা দ্বারা গঠিত। এর নিচে থাকে স্যাক্রাম। এই হাড়ের মাঝে তালের শাঁসের মতো স্থিতিস্থাপক চাকতি থাকে। এগুলো শক এবজর্বারের ভূমিকা পালন করে। সামনে ঝোঁকা, ডানে বামে, বাঁকা হওয়া, হাঁটা, শোয়া, বসাসহ প্রায় সব মুভমেন্টেই এই চাকতি ভূমিকা পালন করে।

পিএলাাইডিতে এই চাকতিটি তার অবস্থান থেকে সরে যায় এবং সরে যাওয়া চাকতিটি গোড়ায় চাপ প্রয়োগ করে, ফলে কোমরে ব্যথা শুরু হয়। বায়ুগুলো যেহেতু কোমর থেকে বের হয়ে পায়ের দিকে চলে গেছে তাই পায়ের দিকেও ব্যথা অনুভূত হতে পারে। তবে এটি নির্ভর করে কোন স্নায়ুর গোড়াটি চাপে পড়ল এবং চাপের ধরণ ও মাত্রা কেমন। ডিস্কটি অক্ষত থেকে স্নায়ুকে চাপ দিতে পারে আবার এর পর্দা ছিঁড়ে এর ভেতরের নিউক্লিয়াস ও জেলি বেরিয়ে এসে তা স্নায়ুরগোড়ায় চাপ দিতে পারে। এটি নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে এম আর আই করতে হবে। শারীরিক লক্ষ্মণ ও এমআরআইয়ের রিপোর্ট চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে।

আমের রোগবালাই পোকামাকড় দমন

আম গাছে প্রচুর মুকুল আসলেও ফল না ধরার কারণ ও তার সমাধান আম গাছে প্রচুর মুকুলদেখাদিলেও আম ধরে না বা খুব কম ধরে, যা একটি গুরুতর সমস্যা। এর অনেক কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ শোষক বা হপার পোকার উপদ্রবের জন্য এটি হতে পারে। ফুল আসার পর পূর্ণাঙ্গ শোষক পোকা ও তার নিম্ফগুলো ফুলের রস টেনে নেয়। ফলে সময় ফুলগুলো একসময় শুকিয়ে ঝরে যায়। একটি হপার পোকা দৈনিক তার দেহের ওজনের ২০ গুণ পরিমাণ রস শোষণ করে খায় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত আঠালো রস মলদ্বার দিয়ে বের করে দেয়, যা মধুরস নামে পরিচিত। এ মধুরস নামে পরিচিত। এ মধুরস মুকুলের ফুল ও গাছের পাতায় জমা হতে থাকে য়ার ওপর এক প্রচার ছত্রাক জন্মায়। প্রতিকার হিসেবে আম বাগান সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে বিশেষ করে গাছের ডালপালা যদি ঘুব ঘন থাকে তবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ছাঁটাই করতে হবে, যাতে গাছের মধ্যে প্রচুর আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে। আমের মুকুল যখন ৮/১০ সেমি লম্বা হয় তখন একবার এবং আম মটর দানার মতো হলে আর একবার প্রতি লিটার জলে ১ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন অতবা কাবারিল ২ গ্রাম / লিটার মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। আমের হপার পোকার কারণে সুটিমোল্ড রোগের আক্রমণ অনেক সময় ঘটে, তাই সুটিমোল্ড দমনের জন্য প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম হারে সালফার জাতীয় ওষুধ ব্যবহার্য কীটনাশকের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ মেঘলা আকাশ ও কুয়াশা থাকার কারণে মুকুলে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দেয়। ফলে অতি দ্রুত মুকুলের গায়ে সাদা সাদা পাউডারের মতো দেখা দেয় এবং একপর্যায়ে প্রায় সব মুকুল কালো হয় ঝরে যায়। সালফারঘটিত ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম ভালোভাবে মিশিয়েস্প্রে করতে তা দমন করা যায়। তাছাড়া এনথ্রাকনোজও এ সময় দেখা দেয়। ফলে সমস্যা মুকুল কালো হয়ে ঝড়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ম্যানকোজের প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতেহবে। তৃতীয়তঃ গবেষণায় দেখা গেছে, আবহাওয়া, পোকামাকড় ও রোগ কোন কারণে এটি গটে না। আমের পুষ্পমঞ্জুরিতে এক লিঙ্গ ও উভলিঙ্গ ফুল কে সঙ্গে থাকে। ভাল ফলনের জন্য বেশি বেশি উভলিঙ্গ ফুলের দরকার। কিনা যে সব গাছে ১০ শতাংশের কম উভলিঙ্গ ফুল থাকে তারা স্বভাবতই স্বল্প ফলনশীল জাত। কাজেই ভাল ফলন, পেতে হলে এসব জাতের আম চাষ না করাই ভাল। চতুর্থতঃ গাছে ফুল ফোটার সময় কুয়াশা, মেঘলা আবহাওয়া বা বৃষ্টি থাকলে ফুলের পরাগ সংযোগ ব্যাহত হয় । যার ফলেপ্রচুর ফুল ফুটলেও সময় মতো পরাগ সংযোগ না হওয়ায় সেগুলো ঝরে যায় বা ফলন হয় না। তাছাড়াঅনেক সময় গাছে অস্বাভাবিক পুষ্পমঞ্জুরি দেখা যায়। এমন মুকুলেস্ত্রী ফুলেরসংখ্যা খুব কম। ফলে কদাচিৎ ফল উৎপন্ন হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেটি টিকে থাকে না। মুকুল ক্রমেই শুকিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গাছে থেকে যায়। এমন অবস্থায় আক্রান্ত মুকুল গাছ থেকে কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। আবার জমিতে ফসফেট, দস্তা ইত্যাদি খাদ্যের অভাব, ফল ধরার পর জমিতে রসের অভাব ইত্যাদি কারণেও অসময়ে ফুল ও ফল ঝরেযায়। এ কারণগুলো নিয়ন্ত্রণ করেও যদি ফল ঝরতে দেখা যায়, তাহলে 'প্লানোফিক্স' ২মিলি ৪.৫ লিটার জলে মিশিয়ে আম ফলের গুটি মটর দানার মতো হলে একবর আর মার্বেল আকৃতির হলে আর একবার স্প্রে করল ফল ঝরা বন্ধ হবে।

শনিবার এগ্রিকালচার আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

কংগ্রেসে ধস অব্যাহত, দলত্যাগ করলেন আরেক নেতা প্রাক্তন সাংসদ শান্তিয়াস কুজুর, রবিবার বিজেপি-যোগের সম্ভাবনা

গুয়াহাটি, ১০ আগস্ট (হি.স.) : ভুবনেশ্বর কলিতা, গৌতম রায়ের পর এবার কংগ্রেসের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করলেন দলের আরেক বরিষ্ঠ নেতা প্রাক্তন সাংসদ শান্তিয়াস কুজুর। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামীকাল কংগ্রেসত্যাগী গৌতম রায়ের সঙ্গে গুয়াহাটিতে বিজেপির প্রদেশ সদর দফতরে তিনিও গেরুয়া দলে নাম লেখাবেন, পরবেন গৈরিক টুপি।

শান্তিয়াস কুজুর কংগ্রেসি সাংসদ হিসেবে গত ২০১৩ সাল থেকে চলতি ২০১৯ সালের ১৪ জুন পর্যন্ত রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন।

দল তাঁকে যে সব দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিল, আজ তিনি সে-সব থেকে অব্যাহতি চেয়ে কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ ছেড়েছেন। শনিবার কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতির কাছে প্রেরিত পদত্যাগপত্রে তিনি লিখেছেন, "কংগ্রেসের সব দায়িত্বের পাশাপাশি দলের সদস্যপদ থেকে আমি ইস্তফা দিলাম। দলত্যাগের সিদ্ধান্ত আমার একান্তই ব্যক্তিগত।..."

চিঠিতে তিনি আরও লিখেছেন, "এই দলে আমি গত ১৩ বছরের বেশি দিন কাজ করেছি। কংগ্রেস দেশের একটি প্রথমসারির রাজনৈতিক দল। এমন দলের অংশীদার হতে পেরে আমি অতিশয় সুখি ছিলাম। দল আমাকে যা দিয়েছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আশা করি আপনি আমার পদত্যাগপত্রটি গ্রহণ করবেন।"

এদিকে এক সূত্রের খবরে জানা গেছে, আগামীকাল রবিবার বেলা ১১-টায় বিজেপির প্রদেশ সদর দফতরে অনুষ্ঠেয় বিশেষ যোগদান অনুষ্ঠানে গেরুয়া বসন পরবেন শান্তিয়াস কুজুর, সঙ্গে গৌতম রায়ও। অনুষ্ঠানে প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস এবং অসমের মন্ত্রী তথা নেডা-র আহ্বায়ক ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁদের দলে বরণ করবেন। এদিন আরও কয়েকজন অন্য দলের বরিষ্ঠ নেতা বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে সূত্রটি।

করিমগঞ্জের পাথারকান্দিতে প্রচুর নেশাদ্রব্য-সহ গ্রেফতার এক

পাথারকান্দি (অসম), ১০ আগস্ট (হি.স.) : ফের পাথারকান্দি পুলিশের জালে পড়েছে নেশাদ্রব্য-সহ এক যুবক। তার হেফাজত থেকে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে বহু পরিমাণের হেরোইন।

পাথারকান্দি থানার ওসি সীমান্ত বরা জানান, শুক্রবার রাত ১১টা নাগাদ পুলিশের রুটিন টহলের সময় এক ড্রাগস সেবনকারীকে পাকড়াও করা হয়েছে। তাকে জনৈক এমকে নাথের বছর ৩৭-এর ছেলে শুভ্র নাথ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। ওসি জানান, শুভ্রের হেফাজত থেকে হেরোইন ভরতি ৩০ প্লাস্টিকের কৌটো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এদিন রাতে স্থানীয় হইতরখা এলাকার অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একটি বলেরো গাড়ি দেখে টহলদারি পুলিশের সন্দেহ হয়। তাঁরা গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে সাফল্য লাভ করেন। তবে পুলিশ দেখে অন্যরা পালিয়ে গেলেও ধরা পড়ে যায় শুভ্র। প্রসঙ্গত বলেরোটি ধৃতেরই।

এদিকে শনিবার শুভ্র নাথকে করিমগঞ্জের বিচার বিভাগীয় আদালতে তোলা হয়ে। আদালতের নির্দেশে ধৃত যুবককে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ শুভ্রের মালিকানাধিন বলেরো গাড়িটিও নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে। ওসি জানান, গতরাতে শুভ্রের অন্য সঙ্গীদের ধরতে জাল পাতা হয়েছে। তিনি বলেন, বৃহত্তর পাথারকান্দি এলাকায় সাম্প্রতিককালে নেশাদ্রব্যের প্রচলন বেজায় বেড়েছে। তবে এ ধরনের সর্বনাশা নেশাদ্রব্যের বিরুদ্ধে তৎপর রয়েছেন।

সুষমা স্বরাজের স্মরণে হাজার আলোয় প্রার্থনা করবে ভুটান

থিম্পু, ১০ আগস্ট (হি.স.) : সদ্য প্রয়াত ভারতের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের স্মরণে হাজার আলোয় প্রার্থনা করবে ভুটান। আগামী বুধবার সেই বিশেষ প্রার্থনা হবে বলে জানা গিয়েছে। ভুটানের সিমতোখা জোং এলাকায় সুষমাকে স্মরণ করবেন ভুটানের মানুষ। সুষমার মৃত্যুতে আগেই শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন ভুটানের রাজা। ভুটানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন সুষমার শেষকৃত্যেও। ভারতের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা দেশ।

তাঁর অভাব বোধ করেছেন বহু মানুষ। এমনকি পাকিস্তানের মানুষও তাঁর উপকার পেয়েছেন বহু বার। শুধু দেশ নয়, বিদেশ থেকেও এসেছে শোকবার্তা। মোট ৫১টি দেশ শোকবার্তা পাঠিয়েছেন সুষমাকে। সেই প্রিয় নেত্রীর জন্য হাজার আলোয় প্রার্থনার ব্যবস্থা করলেন ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়াল ওয়াংচুক।

উল্লেখ্য, গত ৬ আগস্ট দিল্লির এইমস হাসপাতালে সুষমা স্বরাজের জীবনাবসান হয়। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বুকে ব্যাথা নিয়ে তাঁকে সঙ্কটজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

সত্তরের দশকের বলিউডের অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা অসুস্থ

মুম্বই, ১০ আগস্ট (হি.স.) : সত্তরের দশকের বলিউডের অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা অসুস্থ। ফুসফুস এবং হৃৎপিণ্ড জনিত সমস্যার জন্য বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের ক্রিটিক্যাল কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। কিন্তু সমস্যা জটিল হয়ে যাওয়ায় তাঁকে ভেন্টিলেটরে দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁর আপাতত রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকলেও তাঁকে আইসিইউতে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

সত্তরের দশকে 'রজনীগন্ধা', 'ছোটি সি বাত' ছবির জন্য তিনি জনপ্রিয় হন। সত্তর-আশির দশকে বেশ কিছু জনপ্রিয় ছবিতে অভিনয় করেন বিদ্যা সিনহা। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে, কিতাব, পতিপত্নী আউর উও, মুক্তি, লাভ স্টোরি, প্লট নম্বর ফাইভ প্রভৃতি। তারপরে অন্তরালে থাকার পর ফের তাঁকে দেখা যায় সলমন খান অভিনীত বডিগার্ড ছবিতে। তাছাড়া টেলিভিশনেও পরিচিত মুখ। একতা কাপুরের কাব্যাঅঞ্জলি-তে তিনি কাজ করেন।

এই অভিনেত্রী সঙ্গে প্রতিবেশি ভেঙ্কটেশ্বর আইয়ার বিয়ে হয় ১৯৬৮ সালে এবং তারা জাহ্নবী নামে একটি কন্যা সন্তান দত্তক নেন। ১৯৯৬ সালে তাণর স্বামীর মৃত্যু হয়। এরপর ২০০১ সালে তিনি ফের বিয়ে করেন নেতাজী ভিমরাও সালুনকে নামক অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ডাক্তারকে। কিন্তু ২০০৯ সালে তাদের ডিভোর্স হয়ে যায় কারণ তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর স্বামী তাঁকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে নির্যাতন করতেন।

গভীর মন্দা ভারতীয় অর্থনীতির দরজায় কড়া নাড়ছে, অভিযোগ অমিত মিত্রর

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি. স.):কেন্দ্র উদ্যোগপতিদের হয়রানি করছে বলে অভিযোগ করলেন পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রউ শনিবার তিনি নবান্ন-তে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ''দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপউ নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ গত দেড় দশকের মধ্যে এখন সবচেয়ে কমউ যে সব প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছিল, রূপায়িত হয়েছে তার চেয়ে ৮২ কমউ''

অর্থমন্ত্রী বলেন, একটি গভীর মন্দা ভারতীয় অর্থনীতির দরজায় কড়া নাড়ছে। গত ৫ বছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি সর্বনিম্ন। এর অর্থ হ''ল সাধারণ মানুষ প্রচণ্ড চাপের মধ্যে রয়েছেউ বিগত ৪৫ বছরে বেকারত্ব সবচেয়ে বেশি। বিশেষত পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দেশে কোনও কাজের সুযোগ নেইউ

অমিতবাবুর অভিযোগ, গত জুন মাসে ভারত সরকারের তথ্য বলছে গত বছরের তুলনায় শিল্প প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ২উ আগের বছর এই হার ছিল ৭উ শিল্প উৎপাদন সূচক গত জুনে ছিল ১.২উ গত বছর জুনে এটি ছিল ৬.৮উ মূলধন পণ্য খাতে প্রবৃদ্ধির হার ২০১৮-র জুনে ছিল ৯.৭, তা নেমে এসেছে ৬.৫ এ।উৎপাদন বৃদ্ধি ২০১৮-র জুন মাসে ছিল ৬.৯উ তা নেমে এসেছে ১.২-তে।

অর্থমন্ত্রীর দাবি, ভারতে বেকারির হার হয়েছে ৬.১উ নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ গত দেড় দশকের মধ্যে এখন সবচেয়ে কমউ যে সব প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছিল, রূপায়িত হয়েছে তার চেয়ে ৮১ কমউ বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই)-এর হাল খুব খারাপউ ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ১.০৯ ঋণাত্মকউ

অমিতবাবুর অভিযোগ, এই অবস্থা গোটা নীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছেউ কেন্দ্র উদ্যোগপতিদের হয়রানি করছেউ যারা সিএসআর এর ২ ব্যয় করতে পারেন না, তাঁদের গ্রেফতার করছেউ বা আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে। আপনি তাদের সাথে কথা বলতে পারেনউ এখন তাঁরা হুমকির বিষয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন। এই ধারাগুলি কখনও ছিল নাউ এটি এখন নতুন সংযোজন। উদ্যোগপতিরা ভয়ে আছেনউ অথচ এখন পশ্চিমবঙ্গে আমরা অনেক এগিয়েউ আমরা অনেকগুলি খাতে শীর্ষে আছি।

কাশ্মীর ইস্যুতে পাকিস্তানের পাশে চিন

বেজিং, ১০ আগস্ট (হি.স.) : কাশ্মীর ইস্যুতে পাকিস্তানের পাশে দাঁড়াল চিন। এই ইস্যুতে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানকেই সমর্থন দেবে চিন। বেজিংয়ে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কোরেইশি'র সঙ্গে বৈঠক করার পর চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই এমন কথাই জানিয়েছেন।এর আগে অবশ্য চিনের বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছিল, কাশ্মীর ইস্যুতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানের পাশে থাকবে চিন।

চিনের দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানের বৈধ অধিকার ও স্বার্থের প্রতি চিন তার সমর্থন অব্যাহত রাখবে।

বেজিংয়ের মতে, কাশ্মীর সংক্রান্ত একপেশে পদক্ষেপ পরিস্থিতিকে অযথা জটিল করে তুলবে। এমন কোনও পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয়। ভারত ও পাকিস্তানকে তাদের মধ্যেকার বিদ্বেষ কাটিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। চিনের বক্তব্য, কাশ্মীরের বিষয়টি রাষ্ট্রসংঘের সনদ, নিরাপত্তা পরিষদের বিধি ও দ্বিপক্ষীয় চুক্তি অনুযায়ী সুরাহা হওয়া উচিত। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কোরেশি চিন থেকে এক ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন, চিনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সঙ্গে তার আড়াই ঘণ্টা ধরে বৈঠক হয়েছে। চিন কাশ্মীর ইস্যুতে পাকিস্তানের অবস্থানকে পুরোপুরি সমর্থন জানিয়েছে বলে তিনি সেখানে ঘোষণা করেন।

বিধাননগর পুরনিগমের নতুন মেয়র পদে শপথ নিলেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী

বিধাননগর, ১০ আগস্ট (হি.স.) : দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে বিধাননগরের মেয়র পদে শপথ নিলেন পুরনিগমের চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা চক্রবর্তী। ডেপুটি মেয়র পদেই থাকলেন তাপস চট্টোপাধ্যায়। অভিজ্ঞতার উপর ভরসা রেখে দলের পুরনো যোদ্ধা অনীতা মণ্ডলকে চেয়ারপার্সন পদে বসালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিবার শপথ শেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান কৃষ্ণা চক্রবর্তী। তিনি বলেন, "আমাকে এত বড় সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ। বিধাননগরের মেয়রের দায়িত্ব নিয়ে আমি সকলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই কাজ করব। কোনও ভেদাভেদ থাকবে না। উনি আমাদের মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করার শিক্ষা দিয়েছেন। সেই পথেই আমিও হাঁটব। জাতপাত, ধর্মের ভিত্তিতে কোনও ভাগ থাকবে না।" এদিনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, পূর্ণেন্দু বসু। অনুষ্ঠানে দেখা যায় রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন এবং বিধায়ক তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের পর্যবেক্ষক নির্মল ঘোষসহ তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা। লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই তৃণমূলের অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিলেন প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্ত। কখনও আলটপকা বা কখনও দলবিরোধী মন্তব্য করে তৃণমূলকে চাপে ফেলছিলেন তিনি। এরমধ্যে একাধিকবার বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের সঙ্গেও প্রকাশ্যে সাক্ষাৎ করেন তিনি। অবশেষ তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করে শাসকদল। এরপরই বিধাননগর পুরনিগমের পরবর্তী মেয়রের নাম নিয়ে চর্চা শুরু হয়। উঠে আসে রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু, ডেপুটি মেয়র তাপস চট্টোপাধ্যায় ও চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা চক্রবর্তীর নাম। দীর্ঘদিনের সেই প্রশ্নের উত্তর মিলল শনিবার।

শনিবার ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আয়োজিত জয়েন্ট স্টেট কনফারেন্সের আয়োজিন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

ভোররাতেই কলকাতায় পা রাখছেন মজিদ বাসকর

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি.স.) : আটের দশকে কলকাতা ফুটবলে লাল-হলুদ অনুরাগীদের প্রাণ মজিদ বাসকর ফের কলকাতায় পা রাখতে চলেছেন। দীর্ঘ চার দশক বাদে কলকাতায় পা রাখছেন মজিদ বাসকর। রবিবার ভোররাতেই কলকাতায় আসছেন বলে ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে। আগামী ১৩ আগস্ট ইস্টবেঙ্গল দিবসের অনুষ্ঠানে থাকার বার্তা দিয়েছেন মজিদ স্বয়ং। সূত্রের খবর, শনিবার সকালেই তেহরান থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছেন লাল-হলুদ জার্সি গায়ে ৭১ ম্যাচে ৬২ গোল করা মজিদ। তেহরান থেকে কাতার হয়ে রবিবার ভোররাতে শহরে পা রাখবেন 'বাদশা'। ইতিমধ্যেই তাঁকে বিমানবন্দরে বরণ করে নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ফ্যান ক্লাবগুলি। তবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানানোর কোনও পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়নি। ক্লাব সূত্রে খবর, সোমবার ক্লাব তাঁবুতে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করার কথা তাঁর। লাল-হলুদ জার্সি গায়ে অতীতের একগুচ্ছ স্মৃতি আবেগ হয়ে মজিদের গলায় ঝড়ে পড়বে ওইদিন। দেখা হবে অভিন্ন হৃদয় বন্ধু জামশেদ নাশিরি সহ একদা সতীর্থদের সঙ্গে। হয়তো অপেক্ষার তর সইছে না মজিদেরও। এরপর ১৩ অগাস্ট নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠানে স্পটলাইট থাকবে তাঁর উপরেই।

ফেসবুকে ভারত বিরোধী মন্তব্য, বাজারিছড়া থানায় যুবকের বিরুদ্ধে এফআইআর

গুয়াহাটি, ১০ আগস্ট (হি.স.) : জম্মু-কাশ্মীর প্রসঙ্গে ভারত বিরোধী উস্কানিমূলক মন্তব্য ফেসবুকে পোস্ট করে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানোর অপচেষ্টার অভিযোগে স্থানীয় এক যুবকের বিরুদ্ধে বাজারিছড়া থানায় এফআইআর দায়ের করেছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)। প্রদত্ত এফআইআর-এর ভিত্তিতে মামলা রুজু করে বাজারিছড়া পুলিশ তদন্তে নেমেছে। তবে এই খবর লেখা পর্যন্ত অভিযুক্তকে ধরা হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়নি। তবে বাজারিছড়া থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক দাবি করেছেন, শীঘ্রই পাকড়াও করা হবে অভিযুক্তকে।

অভিযুক্ত যুবকের নাম জনৈক জহিরুল ইসলাম। তার বাড়ি বাজারিছড়ার জালালনগর গ্রামে। শনিবার বাজারিছড়া থানায় 'উপযুক্ত প্রমাণ'-সমেত এফআইআর দায়ের করে শীঘ্র অভিযুক্ত জহিরুলকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের লোয়াইরপোয়া প্রখণ্ডের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কমকর্তারা। এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে সচেতন মহলে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

লাউদোহায় বালি পাচার রুখতে অভিযান, আটক ৭টি বালি গাড়ি

দুর্গাপুর, ১০ আগষ্ট(হি.স.) : অবৈধ ইটভাটার পাশাপাশি বেআইনি বলি পাচারের বিরুদ্ধেও এবার অভিযানে নামল প্রশাসন। পশ্চিম বর্ধমানের লাউদোহা আচমকা অভিযান চালিয়ে ৭ টি অবৈধভাবে বলিবোঝাই গাড়ী আটক করল।

শুক্রবার রাত্রে ফরিদপুর থানার পুলিশ হানা দিয়ে চারটি বালি ভর্তি গাড়ি আটক করে। পরদিন শনিবার সকাল থেকে এসডিএলআরও দুর্গাপুর লাউদোহার বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে আরও তিনটি গাড়ি আটক করেন। এই দুই অভিযানে মোট সাতটি বালি বোঝাই গাড়ি আটক করা হয় জানিয়েছে দুর্গাপুর মহকুমা প্রশাসন। অবৈধ ভাবে বলি বোঝায় গাড়িগুলি লাউদোহার মাধাইগঞ্জ এলাকা থেকে ধরা হয় বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। দুর্গাপুর মহকুমাশাসক অনির্বান কোলে জানান,' অভিযান জারি থাকবে।'

বেতন সহ বিভিন্ন দাবিতে কাজ বন্ধ করে দিলো প্রায় ৩০০ শ্রমিক

হুগলি, ১০ আগস্ট (হি.স.) : হুগলীর বিঘাটি পঞ্চায়েত এলাকায় এভারেষ্ট এ্যালুমনিয়াম কারখানায় শ্রমিকে না জানিয়ে বেতন থেকে টাকা কেটে নেওয়ার প্রতিবাদে কাজ বন্ধ করেদিলো প্রায় ৩০০ শ্রমিক। গত কাল বিকাল থেকে এর প্রতিবাদে কারখানার গেটের সামনে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায় শ্রমিকরা

তাদের অভিযোগ ন্যূনতম পারিশ্রমিক না দিয়ে তাদের অতিরিক্ত কাজ করায় এবং তাদের সাথে অমানবিক ব্যবহার করে এমনকি নিম্নমানের খবার দেওয়ার অভিযোগ উঠে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। আজ সকালে মিলের ম্যানেজারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে শ্রমিকরা। ম্যানেজার শ্রমিকদের সামনে ক্যান্টিন পরিদর্শন করে। এই অভিযোগ মানতে চাইনি কারখানার ম্যানেজার।তিনি জানান বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষর নিময় মেনে পিএফ এর টাকা কাটা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের দাবি আগামি সোমবার এর মধ্যে সমস্যা সুএ বেরিয়ে যাবে বলে আশাবাদি।

শনিবার খেলো ত্রিপুরা স্কুল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন টিআইডিসি'র চেয়ারম্যান টিংকু রায়। ছবি- নিজস্ব।

এইমস-এ চিকিৎসাধীন অসুস্থ অরুণ জেটলি, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীকে দেখতে হাসপাতালে উপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ চিকিৎসাধীন রয়েছেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা অরুণ জেটলি। শুক্রবার সকালে বুকে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট শুরু হলে দিল্লির এইমস-এ ভর্তি করা হয় বিজেপির এই শীর্ষ নেতাকে। সেখানে কার্ডিও-নিউরো বিভাগে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন তিনি। এইমস-এ চিকিৎসাধীন অরুণ জেটলি দেখতে শুক্রবার রাতেই হাসপাতালে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে শনিবার সকালে এইমস-এ যান উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু।

জেটলি এখন কেমন আছেন? চিকিৎসকদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ এ বিষয়েই কথা বলেন উপ-রাষ্ট্রপতি। চিকিৎসকরা উপ-রাষ্ট্রপতিকে আশ্বস্ত করেছেন, চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী। এখন তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। দীর্ঘ দিন ধরেই অসুস্থ অরুণ জেটলি। ডায়াবিটিসের রোগী তিনি। অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন ২০১৮ সালে কিডনি প্রতিস্থাপনও হয় তাঁর। যে কারণে অন্তর্বর্তী বাজেটের সময় সংসদে দেখা যায়নি তাঁকে। শারীরিক অসুস্থতার জেরে এর আগেও বেশ কয়েকবার এইমস-এ ভর্তি হন জেটলি। সেই থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে সে ভাবে আর দেখা যায়নি তাঁকে। এমনকি এ বছর লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় ফিরলেও, মন্ত্রিত্ব নিতে রাজি হননি জেটলি। প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, বেশ কিছু দিন ধরে অসুস্থ তিনি। চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাই এ বার নিজের জন্য একটু সময় চান।

এনএলএফটির

● প্রথম পাতার পর

এদিন তিনি ট্যুইটে আরও বলেন, আত্মসমর্পণকারী জঙ্গীদের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আত্মসমর্পণ তথা পূণর্বাসন যোজনা ২০১৮ এর অন্তর্গত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি ত্রিপুরা সরকার আত্মসমর্পণকারী জঙ্গীদের ঘর নির্মাণ, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। তাছাড়া, ত্রিপুরায় জনজাতিদের অর্থনৈতিক প্রগতিতে রাজ্য সরকারের প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে বলেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আশ্বাস দিয়েছে। তিনি আশ্বাস দেন, তাদের সার্বিক কল্যাণ ও প্রগতির জন্য সম্ভাব্য সমস্ত সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দেবে ত্রিপুরা সরকার।

রাধার

● প্রথম পাতার পর

এ ধরনের কার্যকলাপ সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেন রাধাচরণবাবু। এ ধরনের অমর্যাদার ভবিষ্যৎ পরিণাম ভাল হবে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য, চেয়ারম্যান এবং কার্যনির্বাহী সদস্যদের পূর্ণ মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা আরও অভিযোগ করেন বর্তমান সরকার জেলা পরিষদকে বাজেটে বরাদ্দ অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। যে পরিমাণ বাজেট করা হয়েছে সেই টাকাও সঠিক সময়ে জেলা পরিষদের হাতে হস্তান্তর করা হচ্ছে না। এর ফলে জেলা পরিষদ এলাকা উন্নয়নমূলক কাজকর্ম বিঘ্নিত হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন।

বিজেপিতে

আটের পাতার পর

আসনে বিজেপি-প্রার্থী জয়ী হওয়ার পর তিনি মিষ্টি খেয়ে ও খাইয়ে, হোলি খেলে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন, এই দৃশ্য টিভি চ্যানেলে দেখে বাকরুদ্ধ হয়েছিলেন কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি রিপুন বরা-সহ অনেকে। এর পর গত ১৬ জুন দলবিরোধী কার্যকলাপের দায়ে বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা প্রভাবশালী প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায়কে শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছিলেন প্রদেশ সভাপতি রিপুন বরা। তবে ওই নোটিশের কোনও জবাব দেননি গৌতম।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও শান্ত ও উতুল্ল থাকেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী : বেয়ার গ্রিলস

ওয়েলস ও নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): মাঝে আর মাত্র এক দিন, ১২ আগস্ট রাত ন'টা থেকে ডিসকভারি চ্যানেলের জনপ্রিয় শো 'ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড' এপিসোডে দেখা যাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেঊ বন্য প্রাণী সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতা প্রসারের উদ্দেশ্যে উত্তরাখণ্ডের জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কে 'ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড'-এর সঞ্চালক বেয়ার গ্রিলসের সঙ্গে শ্যুটিং করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে অ্যাডভেঞ্চারের মুহূর্ত উপহার দেন বেয়ার গ্রিলসঊ সেই বেয়ার গ্রিলসের সঙ্গেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কের সঙ্গী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ শ্যুটিংয়ের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতি বুদ্ধি ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজেকে শান্ত রাখার অভ্যাস দেখে উচ্ছ্বসিত বেয়ার গ্রিলসঊ 'ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড'-এর সঞ্চালকের মতে, 'প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও শান্ত ও উতুল্ল থাকেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ'

ইউনাইটেড কিংডম-এর ওয়েলস-এ বেয়ার গ্রিলস জানিয়েছেন, 'বিগত কয়েক বছর ধরে, আমি ভারতের বিরাট অনুরাগী হয়ে উঠেছিঊ তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মতো একজন আইকনিক গ্লোবাল লিডারের সঙ্গে ওয়াইল্ড অ্যাডভেঞ্চার আমার কাছে বিশেষ সুযোগ ও সৌভাগ্যঊ' বেয়ার গ্রিলস আরও জানিয়েছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এমন একজন মানুষ, যিনি পরিবেশ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেনঊ সেই কারণে আমার সঙ্গে এই অ্যাডভেঞ্চারে এসেছিলেনঊ একজন অল্প বয়সীর মতোই তিনি জঙ্গলে সময় কাটিয়েছেন, আমি অবাক হয়েছিলাম যখন তিনি প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও শান্ত ও উতুল্ল ছিলেনঊ' ভারতের প্রকৃতি দেখে উচ্ছ্বসিত বেয়ার গ্রিলস বলেছেন, 'ভারত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সুন্দর দেশঊ' ১২ আগস্ট, সোমবার রাত ন'টা থেকে ডিসকভারি চ্যানেলে সম্প্রচারিত হবে মোদী-গ্রিলস অ্যাডভেঞ্চার শোঊ ১৮০টি দেশে দেখানোর হবে সেই শোঊ এর আগে আলাস্কাতে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সঙ্গেও অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছিলেন বেয়ার গ্রিলসঊ ওবামা ও মোদীর মধ্যে কী পার্থক্য? বেয়ার গ্রিলসের কথায়, 'কয়েক বছর আগে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সঙ্গে আলাস্কা ট্রিপের সৌভাগ্য হয়েছিল আমারঊ দু'জনের (ওবামা ও মোদী) মধ্যে একটাই মিল, দু'জনেরই উদ্দেশ্য হল পরিবেশ রক্ষা করতে হবে

ধীরে হলেও ছন্দে ফিরছে কাশ্মীর উপত্যকা, শ্রীনগরের রাস্তায় আনাগোনা সাধারণ মানুষের

জম্মু ও শ্রীনগর, ১০ আগস্ট (হি.স.): ধীর গতিতে হলেও, ছন্দে ফিরছে ভূস্বর্গঊ জম্মু থেকে প্রত্যাহার হয়েছে ১৪৪ ধারাঊ শুক্রবার থেকেই জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলায় খুলেছে স্কুল-কলেজঊ কাশ্মীরেও নিষেধাজ্ঞা শিথিল করে স্থানীয় মসজিদে নমাজ পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে কাশ্মীরিদেরঊ একই ছবি ধরা পড়ল শনিবারওঊ শনিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে কাঁধে স্কুলের ব্যাগ নিয়ে স্কুলবাসের জন্য অপেক্ষা করতে দেখা যায় স্কুল পড়ুয়াদেরঊ স্কুলবাসে চেপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে রওনা দেন পড়ুয়ারাঊ পঠনপাঠন হয়েছে স্বাভাবিক ছন্দেইঊ এখানেই শেষ নয়, শনিবারও শ্রীনগর-সহ কাশ্মীর উপত্যকায় বিভিন্ন জেলায় সাধারণ মানুষের আনাগোনা দেখা গিয়েছেঊ ধীরে ধীরে খুলছে দোকান-বাজারঊ শ্রীনগরের ডালগেট এলাকায় স্বাভাবিক ছন্দে চলাচল করেছে যানবাহনঊ তা সত্ত্বেও এখনই হাত গুটিয়ে নিতে চাইছে না প্রশাসনঊ গত মঙ্গলবার থেকেই কাশ্মীরে রয়েছেন জাতীয় নিরাপত্ত উপদেষ্টা অজিত দোভালঊ কাশ্মীর উপত্যকার সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন তিনিঊ নিরাপত্তা বাহিনীকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোনও কাশ্মীরিকে যেন হেনস্থা করা না হয়

মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

পর এফ সি আই'র মাধ্যমে ক'ষকদের থেকে ন্যুনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা হচ্ছে। আগে ক'ষকদের প্রতি কুইন্টাল ১০০০ থেকে ১২০০ টাকায় বিক্রি করতে হত। কিন্তু বর্তমানে কুইন্টাল প্রতি ১৭০০ টাকা মূল্য পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মাননিধি প্রকল্পে ক'ষকদের তিন কিস্তিতে ২০০০ টাকা করে মোট ৬০০০ টাকা সুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা রয়েছে। ক'ষকদের ক'ষি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যের জন্য মহকুমা স্তরে ক'ষক বন্ধ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই সকল ক'ষকবন্ধ কেন্দ্রে এগ্রিকালচারেল ই'নীয়ারদের দক্ষতা ও 'ান কৃষকদের সাথে বিনিময় করার আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, উদ্যানজাত বাণিজ্যিক ফসলের প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। আনারস, কাঁঠাল, লেবু ইত্যাদি উদ্যানজাত ফসলের আধুনিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ করা গেলে এ রাজ্যের ক'ষকরা উপক'ত হবেন বলে তিনি উল্লেখ্য করেন। বাণিজ্যিক ফসলের প্রক্রিয়াকরণ ও মান সংযোজন শীর্ষক সেমিনার থেকে রাজ্যের ক'ষক ও উদ্যোগীরা সহযোগিতা ও উৎসাহ পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। ক'ষিমন্ত্রী শ্রীসিংহ রায় বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২২ সালের মধ্যে দেশের ক'ষকের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন। রাজ্য সরকারও সেই দিশাতে কাজ করছে। এজন্য তিনি ক'ষকদের কোন জমি পতিত না রেখে অধিক থেকে অধিকতর চাষ করার আহ্বান জানান। এদিন ইনস্টিটিউট অব ই'নীয়ারস ইণ্ডিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. স্বপন ভৌমিক সংস্থাটির বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত করেন। তিনি বলেন, সংস্থাটির অন্তর্গত ১৫টি ই'নীয়ারিং শাখা রয়েছে। তিনি ডিজিটাল ইণ্ডিয়ার অঙ্গ হিসেবে সংস্থাটি ডিজিটাল লার্নিং সিস্টেমও চালু রেখেছেন। অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউট অব ই'নীয়ারস ইণ্ডিয়ার এগ্রিকালচারেল ই'নীয়ারিং বোর্ডের চেয়ারম্যান এম চৌড়ে গৌড়া ও উদ্যানজাত ফসলের বাণিজ্যকরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও মান সংযোজনের বর্তমান অবস্থা, সমস্যা ও চ্যালে' এবং কিভাবে তা মোকাবিলা করা যেতে পারে সে সম্পর্কে তার বক্তব্যে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আই সি এ আরের ত্রিপুরা শাখার যুগ্ম অধিকর্তা ড. বি কে খাণ্ডপাল। উপস্থিত ছিলেন নাবার্ড ত্রিপুরা কার্যলায়ের জেনারেল ম্যানেজার সুনীল কুমার, ইনস্টিটিউট অব ই'নীয়ারস ইণ্ডিয়ার অনারারি সেক্রেটারি টি ভ-াচার্য, রাজ্যের ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. ডি পি সরকার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আই ই আই এর ত্রিপুরা শাখার চেয়ারম্যান তপন লোধ। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন এগ্রিকালচারেল ই'নীয়ারদের ৩৩তম জাতীয় সম্মেলনের কনভেনার তথা রাজ্য ক'ষি কলেজের অধ্যক্ষ ড. দেবাশিষ সেন। সম্মেলন উপলক্ষে এদিন অনুষ্ঠানে একটি মরণিকার ও আবরণ উন্মোচন করেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধক মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিগণ। সম্মেলনে এমিনেন্ট ই'নীয়ার এওয়ার্ড প্রদান করা হয় আই সি এ আর'র ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অন জট এণ্ড অ্যালাইড ফাইবার টেকনোলোজির পূর্বেকার অধিকর্তা ড. কে কে সতপাঠীকে। এছাড়াও ইয়ং ই'নীয়ার এওয়ার্ড প্রদান করা হয় পা'াব ক'ষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিসট্যান্ট প্রোডাকশন ই'নীয়ার অপূর্ব প্রকাশ, আই সি এ আর'র সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অব পোস্ট হারভেস্ট ই'নীয়ারিং এণ্ড টেকনোলোজির হর্টিকালচারেল ক্রপ প্রসেসিং ডিভিশনের পা'াবস্থিত শাখার বি'ানী ড. মনোজ কুমার মাহাওয়ার এবং আই সি এ আর'র ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট হর্টিকালচারেল রিসার্চ-এর ব্যাঙ্গালুরু শাখার রিসার্চ এ্যাসোসিয়েট ড. বেনু এস এ কে। মুখ্যমন্ত্রী ও ক'ষিমন্ত্রী তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

সম্মেলনে স্থানীয় রিসোসপার্সন ছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশ, সিকিম, কোলকাতা, পা'াব, ব্যাঙ্গালুরুস্থিত বিভিন্ন ক'ষি বিশ্ব বিদ্যালয় এবং ক'ষি সম্পর্কিত প্রযুক্তি ও তৎসম্পর্কিত বিভিন্ন শাখার দক্ষ প্রফেসর, বি'ানী, প্রযুক্তিবিদ ই'নীয়ার রিসোর্সপার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে রিসোর্সপার্সন উপস্থিত ছিলেন। দু'দিনব্যাপী তারা স্থানীয় ক'ষক, উদ্যোগী ছাত্র-ছাত্রী, ক'ষি আধিকারিক ও উপস্থিত অন্যান্যদের সাথে আলোচনা করবেন।

দাম্পত্য কলহের জের : নরেন্দ্রপুরে গলা কেটে স্ত্রীকে খুন, পলাতক অভিযুক্ত স্বামী

নরেন্দ্রপুর, ১০ আগস্ট (হি.স.): আবারও খুন দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুরে। এবার পারিবারিক অশান্তির জেরে খুন হলেন বছর ৪২-এর এক গৃহবধূ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত কুসুম্বা এলাকায়। মৃতার নাম কৃষ্ণা বৈদ্য। ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে কৃষ্ণাদেবীর স্বামী বাপি বৈদ্যের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় ৪৯৮এ ও ৩০২ ধারায় মামলা রুজু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। দেহ ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বিগত প্রায় বছর তিনেক ধরে কুসুম্বা এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন কৃষ্ণা ও বাপি। বাপি পেশায় গাড়িচালক। কৃষ্ণাদেবীর সঙ্গে তার তৃতীয় বিয়ে। অন্যদিকে, কৃষ্ণাদেবীর দ্বিতীয় বিয়ে এটি। সংসারের কোনও খরচই বাপি দিতেন না বলে অভিযোগ। উল্টে কৃষ্ণাদেবীর জমানো টাকা জোর করে নেওয়ার অভিযোগ ছিল বাপির বিরুদ্ধে। কৃষ্ণাদেবী অন্যের বাড়ি কাজ করে নিজের খরচ চালাতেন। এরইমধ্যে বাপি সন্দেহ করতে থাকে, কৃষ্ণাদেবীর সঙ্গে অন্য কারও বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে। বাপি নিজে অবশ্য নিয়মিত বাড়ি আসত না। বেশীরভাগ দিন বাইরেই থাকত। গাড়ি খারাপ হওয়ায় গত ২০-২২ দিন তিনি বাড়িতেই ছিলেন। এই কয়েকদিন নিয়মিত স্ত্রীর উপর অত্যাচার চালানো হত বলে অভিযোগ। শুক্রবার বিকেলে মেয়ে কবিতার বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল কৃষ্ণাদেবীর । কিন্তু তিনি মেয়ের বাড়িতে না যাওয়ায়, মেয়ে প্রথমে মাকে ফোন করেন। ফোনে না পেয়ে কবিতা মায়ের খোঁজ নিতে সোজা চলে আসেন ওই ভাড়া বাড়িতে। সেখানে এসে দেখেন ঘরের দরজা বাইরে থেকে তালা বন্ধ। কিন্তু ঘরের ভিতরে পাখা চলার শব্দ শুনে সন্দেহ হলে পিছনের জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখতে পান মায়ের রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় নরেন্দ্রপুর থানায়। পুলিশ এসে গলাকাটা দেহ উদ্ধার করে সুভাষগ্রাম হাসপাতালে পাঠায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কৃষ্ণদেবীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। নৃশংস এই খুনের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশিও শুরু করেছে পুলিশ।

বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য কোচবিহারে

কোচবিহার, ১০ আগস্ট (হি. স.) : কোচবিহারের ঘেগিরঘাট জুনিয়র হাইস্কুল চত্বরে বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। শনিবার সকালে বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছেছে কোতয়ালি থানার পুলিশ।

জানা গেছে, এদিন সকালে কোচবিহার ১ ব্লকের কোতয়ালি থানা এলাকার ওই স্কুলের মাঠে বোমাটিকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই এলাকায় ভীড় জমতে থাকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ বাহিনী। এরপর বম্ব স্কোয়াডের লোকেরা বোমাটিকে উদ্ধার করে নিস্ক্রিয় করেছে। বোমাটি কে বা কারা সেখানে ফেলে রেখেছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

উদয়পুরে

● প্রথম পাতার পর

হাতে নিয়ে মহিলা থানার ওসি সুভা রানী তেলী সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্ত পাষণ্ড ধর্ষককে আটক করতে প্রচেষ্টা চালান। অভিযুক্ত ধর্ষক পলাতক। পুলিশবৃদ্ধার শারীরিক পরীক্ষা করিয়ে আদালতে মহিলার জবানবন্দি করান। ঘটনায় ব্যাপক চাপা ক্ষোভ দেখা দেয় গোটা এলাকায়।

ইস্তফাপত্র

● প্রথম পাতার পর

নাম প্রদেশ কংগ্রেসের নেতাদের নিয়ে আলাদা একটি বৈঠকে পেশ করা হবে। তারপর ফের রাত সাড়ে আটটা নাগাদ কোর কমিটির বৈঠকে নামগুলি নিয়ে আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হবে।এখনও পর্যন্ত আলোচনায় রয়েছেন মুকুল ওয়াসনিক, মল্লিকার্জুন খাড়গে, শচীন পাইলট, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং ক্যাপ্টনে অমরিন্দর সিং।

এদিকে নতুন সভাপতি বাছতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে ৫টি ছোট কমিটিতে ভাঙা হয়। প্রত্যেক কমিটিকে দলের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে কথা বলে রাত ৮টার মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে। রাত ৮টায় ফের বৈঠকে বসবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি। রণদীপ সুরজেওয়ালা বলেন, অচলাবস্থা কাটাতে আজই পরবর্তী সভাপতি বেছে নিতে অনুরোধ করেছেন রাহুল গান্ধী। কিন্তু রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতির নাম ঘোষণা করতে পারে নি।

প্রতিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

আবার আলোচনা করব, এরপর আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক হবে।

এর আগে গত ৩ আগস্ট পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন,আগরতলা বিমানবন্দরের সংস্কারের জন্য জমি চেয়ে ভারতের কোনো চিঠি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এখনও পায়নি। তবে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল এর দিল্লি সফরে এনিয়ে কোন আলোচনা হয়েছেকিনা জানা যায়নি।

ভারত জমি চাওয়ায় বাংলাদেশ জামায়াতের উদ্বেগ

বাংলাদেশের সীমান্তঘেঁষা আগরতলা বিমানবন্দর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ভারত সরকার বাংলাদেশের কাছে জমি চেয়ে যে অনুরোধ করেছে তাতে গভীর উদ্বেগ ও বিস্ময় প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামী।

বৃহস্পতিবার সংগঠনটির আমির মকবুল আহমাদ গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলেন,আগরতলা বিমানবন্দর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ভারত সরকার বাংলাদেশের কাছে জমি চেয়ে যে অনুরোধ করেছে তাতে আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ও বিস্মিত। ভারতের এ অনুরোধে বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণও গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ও বিস্মিত।তিনি বলেন,বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ। এ দেশটি বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর একটি। এমনিতেই সাড়ে ১৬ কোটি জনসংখ্যার ভারে বাংলাদেশ জর্জরিত। তার ওপর ভারতের এত জমি থাকতে আগরতলা বিমানবন্দর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের কাছে জমি প্রদানের অনুরোধ জানানোর উদ্দেশ্য কী? বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। আগরতলা বিমানবন্দর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ভূখণ্ড নেয়ার পরিকল্পনা বাংলাদেশের অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি একটি মারাত্মক হুমকি বলেই দেশবাসী বিশ্বাস করে। ভারতের এ অনুরোধ বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ এর সঙ্গে বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত।জামায়াতের আমির আরও বলেন,আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, ভারত সরকার আগরতলা বিমানবন্দর সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশের কাছে জমি দানের জন্য এক বছর আগে অনুরোধ জানালেও বাংলাদেশ সরকার বিষয়টি এখন পর্যন্ত জনসম্মুখে প্রকাশ করছে না কেন? সরকার বিষয়টি রহস্যজনকভাবে গোপন রাখছে কার স্বার্থে?

তিনি বলেন,বাংলাদেশের জনগণ মনে করে যে, ভারত সরকার যেখানে তিস্তা ও গঙ্গার পানি এবং তিনবিঘা করিডোরসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর সমাধান না করে দীর্ঘদিন ঝুঁলিয়ে রেখেছে, সেখানে নতুন করে ভারতের আগরতলা বিমানবন্দর সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশের কাছে জমি চাওয়ার বিষয়টি খুবই রহস্যজনক।মকবুল আরও বলেন,আমি আশা করি সরকার বিষয়টি দেশের জনগণের সামনে প্রকাশ করবে এবং দেশের জনগণের মতামতের ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ভারতের অনুরোধের কাছে নতি স্বীকার করে সরকার জাতীয় স্বার্থবিরোধী কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা দেশের জনগণ কখনও মেনে নেবে না।

অসুস্থ বর্ষীয়ান সঙ্গীত পরিচালক খৈয়াম

মুম্বই, ১০ আগস্ট (হি.স.) : বর্ষীয়ান সঙ্গীত পরিচালক খৈয়াম অসুস্থ। জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত 'উমরাও জান'ছবির সুরকার মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি রয়েছেন বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে। গত রবিরার ৯২ বছরের সুরকারকে সুজয় হসপিটালে নিয়ে আসা হয়। তাঁর ফুসফুসে সংক্রমণ হয়েছে।

গজল শিল্পী তালাত আজিজ জানিয়েছেন, হাসপাতালে ভর্তি থাকলেও আপাতত তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। ডাক্তাররা তাঁকে প্রতিনিয়ত লক্ষ্য রাখছেন। তবে হাসপাতাল থেকে কবে ছাড়া পাবেন না তা তিনি জানাতে পারেননি।

খৈয়াম কভি কভি এবং উমরাও জান ছবিতে সুর দেওয়ার জন্য ফিল্ম ফেয়ার পুরষ্কার পান এবং ২০১০ সালে তিনি লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরষ্কার পান। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে ত্রিশূল, নুরী এবং শোলা আউর শবনম। ২০১১ সালে তিনি দেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান পদ্মভূষণ পান। তাছাড়া তাঁর ঝুলিতে রয়েছে সঙ্গীত নাটক আকাডেমি পুরস্কার।

অসম : উগ্রপন্থী-বিরোধী সাঁড়াশি অভিযান যৌথবাহিনীর, এবার ধেমাজিতে গ্রেফতার চার আলফা (স্বাধীন)-এর ক্যাডার

গুয়াহাটি, ১০ আগস্ট (হি.স.) : স্বাধীনতা দিবসে যে-কোনও ধরনের নাশকতা রোধ করতে ব্যাপক উগ্রপন্থী বিরোধী অভিযান চালিয়েছে রাজ্য পুলিশ। গত এক সপ্তাহে ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম স্বাধীন (আলফা-স্বা) এবং ন্যাশনাল সোশালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড (এনএসসিএন)-এর দুই গোষ্ঠীর বেশ কয়েকজন ক্যাডার এবং লিংকম্যান সন্দেহে আটক ও গ্রেফতার করেছে সেনা-পুলিশের যৌথবাহিনী।

বুধবার (৭ আগস্ট) ভারতীয় সেনা-সহ যৌথবাহিনীর প্রচণ্ড অভিযানে উপায়ান্তর হয়ে আলফা-স্বাধীনের দুই কট্টর সদস্য ধেমাজির বাসিন্দা প্রণবজ্যোতি বরা ওরফে রিদীপ অসম এবং শদিয়া অমরপুরের রোহিত কুলি ওরফে পল অসম আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। পরে তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ। ওইদিনই বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বিটিএডি)-এর সদর কোকরাঝাড় জেলার পাটগাঁও পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত ভুরাগাঁজা এলাকায় উগ্রপন্থী সংগঠন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব বোডোল্যান্ড (এনডিএফবি)-এর এক সক্রিয় ক্যাডার মিলন বসুমতারিকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার করেছে সেনা পুলিশ।

গতকালও উজান অসমের ধেমাজির অসম-অরুণাচল প্রদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে চার আলফা (স্বাধীন)-এর উগ্রপন্থীকে গ্রেফতার করেছে ভারতীয় সেনা। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সেনা বাহিনী নিয়ে ধেমাজি পুলিশ আন্তঃরাজ্য সীমান্তে অভিযান চালায়। অভিযানে ধেমাজির পার্থজিৎ কেঁওর (২১), মৃণাল ফুকন (১৮), লাহোয়ালের জনক বরুয়া (১৮) এবং গোলাঘাটের বাসিন্দা উদয় দুওরাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেপ হেফাজত থেকে একটি মটর বাইক, চারটি মোবাইল হ্যান্ডসেট, আলফা (স্বাধীন)-এর পতাকা, ধারালো অস্ত্র, কালো কাপড়ের বেশ কয়েকটি টুকরো এবং বহু আপত্তিজনক নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার রাকেশ রেড্ডি এ তথ্য দিয়ে বলেন, আলফা উগ্রপন্থীরা অসম-অরুণাচল প্রদেশের সীমান্তবর্তী উত্তর ধেমাজির লাইপুলিয়ার পাহাড়ি জঙ্গলের সুরক্ষিত স্থানে আত্মগোপন করে জেলায় তাদের সংগঠনের স্থিতি মজবুত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে পুলিশও বসে নেই, দাবি করেছেন অফিসার।

প্রসঙ্গত, পরেশ বরুয়া নেতৃত্বাধীন আলফা (স্বাধীন)-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভিযোগে জনৈক শিক্ষিকা, ব্যাংকিঙের ছাত্রী, হাসপাতালের কর্মচারী-সহ চারজনকে ডিব্রুগড় জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে গত বুধবার (৭ আগস্ট) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা লোকালয়ে থেকে আলফা-স্বাধীনের হয়ে নানা ধরনের দেশ বিরোধী কাজে লিপ্ত ছিলেন।

ডিব্রুগড়ের পুলিশ সুপার শুভাসিনী শংকরণ এ তথ্য দিয়ে সেদিন জানিয়েছিলেন, বিভিন্ন এলাকা থেকে যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের একজন শিক্ষিকা, নাম চয়নিকা কামান। তাঁকে গোলাঘাট থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। দ্বিতীয়জন কবিতা কামাং। সে ব্যাংকিঙের ছাত্রী, গ্রেফতার করা হয়েছে ডিব্রুগড় থেকে। তৃতীয়জন দেবজ্যোতি দুওরাকে নাহরকাটিয়ার সাসনি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। চতুর্থজন গোলাঘাটের কনক পেগুকে গ্রেফতার করা হয়েছে ডিব্রুগড়ের একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে। সে ওই হাসপাতালের আইসিইউ টেকনিশিয়ান। তিনি জানান, ধৃতদের হেফাজত থেকে আলফা-স্বাধীনের পতাকা, একটি মাওবাদী সাহিত্যপুথি, সাতটি সিম ভরতি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট। এরা জেলার বিভিন্ন এলাকায় অর্থ আদায়ের পাশাপাশি নিষিদ্ধ উগ্রপন্থী সংগঠন আলফা-স্বাধীনের প্রতি মেধাবী যুবক-যুবতীদের আকৃষ্ট করার কাজে লিপ্ত ছিল।

পারিবারিক কলহ, গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মঘাতী ব্যক্তির, পঁচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

আগরতলা, ১০ আগস্ট (হি.স.) : পারিবারিক অশান্তির কারণে এক ব্যক্তি গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছেন। শনিবার সকালে তাঁর পঁচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

গোমতি জেলার মহারানিপুর ফাঁড়ির অধীন হিরাপুর গ্রামের বাসিন্দা আলি আসকরের ছেলে ইকবাল হুসেন(২৭) গত বুধবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন। আজ সকালে স্থানীয় একটি রবার বাগানে তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান এলাকাবাসী। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় জনগণ পুলিশে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য গোমতি জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। ময়না তদন্তের পর তাঁর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ।

এ-বিষয়ে মৃত ব্যক্তির বাবা আলি আসকর জানান, গত বুধবার বাড়িতে ঝগড়া করে বেরিয়ে গিয়েছিল তার ছেলে। এর পর থেকে তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তিনি জানান, অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে কোথাও না পেয়ে মহারানিপুর পুলিশ ফাঁড়িতে একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছিল। আজ সকালে তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ স্থানীয় রবার বাগানে উদ্ধার হয়েছে।

আলি আসকর বলেন, তার ছেলে পেশায় অটো চালক ছিল। প্রায়ই মদ্যপান করে বাড়িতে প্রচণ্ড ঝামেলা করত সে। তিনি বলেন, তাঁর ছেলের সাথে পুত্রবধূর প্রায়ই ঝগড়া হত। তাদের দুই ছেলেও রয়েছে। বড় ছেলের বয়স ৬ এবং ছোট ছেলে ৩ বছরের। আলি আসকর জানান, গত বুধবার রাতে প্রচণ্ড মদ্যপান করে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সাথে তুমুল ঝগড়া হয় ইকবালের। এর পর কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সে। আজ তার মৃতদেহ উদ্ধারের খবর স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে জানতে পেরে ছুটে গিয়েছেন।

জনজাতিরা

আটের পাতার পর

কোম্পানির একটা পরিত্যক্ত পিজের ড্রামের তৈরি ঘরে বসবাস করছেন। বৃষ্টি হলেই ঘরে জল পড়ে। তখন বাধ্য হয়ে সারা রাত ঘরে বসে কাটাতে হয়। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বর্তমান সরকারের কাছেও ঘরের দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কেবলমাত্র পঞ্চায়েতের কর্মীরা তার ভাঙা ঘরের ছবি তুলে নিয়ে দায়িত্ব খালাস করেছে।

১০ বছর পর ইস্টবেঙ্গলে মুসা

অগ্নি পান্ডে: ঝরঝরে বাংলায় কথা বলছেন! শুনলে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। দশ বছর পর লাল---হলুদের চৌকাঠ পেরোলেন। কিন্তু বাংলা ভুলে যাননি। সুদূর ঘানায় থেকেও ইস্টবেঙ্গলের অন্যতম শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকারের সঙ্গে টেলিফোনে বাংলাতেই কথা বলেন। মুখে সেই হাসি। যা এখনও মন ছুঁয়ে যায় লাল---হলুদ জনতার। হ্যাঁ, ইস্টবেঙ্গলের শতবর্ষের অনুষ্ঠান উপলক্ষেই কলকাতায় এসেছেন একসময়ে লাল---হলুদ কাঁপিয়ে যাওয়া ফুটবলার সুলে মুসা। সঙ্গী কেরলে থকে আসা এম সুরেশ।'সত্যি, ভাবতেই পারছি না আবার ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে আসতে পারব। কেমন যেন ঘোরের মতো লাগছে। আমি অভিভূত আমাকে এখনও মনে রেখেছে ইস্টবেঙ্গল। দশ বছর পর আবার ইস্টবেঙ্গলে এলাম। মনে হচ্ছে যেন পুরনো খেলার দিনে ফিরে গেছি।' এখন ঘানায় ব্যবসা মুসা কথা বলছিলেন ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকারের ঘরে বসে। পাশে সুরেশ। দরজা ঠেলে ঢুকলেন বিকাশ পাঁজি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গড়গড় করে বাংলায় মুসা বলে গেলেন, 'বিকাশ দা কেমন আছ? তোমার চেহারা তো অনেক ভেঙে গেছে। দেখ, আমি অনেক ওজন বাড়িয়ে ফেলেছি। কিন্তু আমাকে এখনও মাঠে নামালে আমি ভাল খেলে দেব তোমাদের এই ফুটবলারদের থেকে। একেক সময়ে মনে হচ্ছিল যেন মাঠে নেমে পড়ি।' শুনে হেসে ফেললেন বিকাশ পাঁজি।ইস্টবেঙ্গল মাঠের ধারে বসে পুরো নব্বই মিনিট ম্যাচ দেখেছেন মুসা এবং সুরেশ। দর্শকদের অভিবাদন গ্রহণ করেছেন। দেখলেন পরাজয়ও। কেমন লাগল এই ইস্টবেঙ্গল দেখে? মুসা বলে উঠলেন,'বাচ্চা ছেলেরা খেলল। তবে, খেলা দেখে ভাল লাগেনি। আমাদের সময়ে লাল---হলুদ জার্সির যে জোশ ছিল সেটা দেখতে পেলাম না।

আমরা হয়তো সব ম্যাচ জিততে পারিনি। সম্ভবও নয়। তবে, আমাদের জোশ নিয়ে কেউ কোনওদিন প্রশ্ন তুলতে পারেনি। আমরা জার্সিটা গায়ে দিলেই কেমন যেন ভেতর থেকে জেগে উঠতাম।' পাশ থেকে সুরেশ বলে উঠলেন, 'আমরা কাউকে ছেড়ে কথা বলতাম না। লাল---হলুদ রংটাই আমাদের উজ্জীবিত করে দিত।' তখনই মুসা তুললেন প্রয়াত ম্যানেজার স্বপন বলের কথা। মুহূর্তে ঘরের পরিবেশ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে উঠল। মুসা বলছিলেন, 'ইস্টবেঙ্গলে এসে অনেক কিছু নতুন, আধুনিক দেখছি। ভাল লাগছে। তবে, পাগলের মতো মিস করছি স্বপনদাকে। মাঠে নামার সময় হাত ঝাঁকিয়ে স্বপনদা যেভাবে আমাদের ব্যাটারি চার্জ করে দিতেন সেটা জীবনে কখনও ভুলব না। স্বপনদার বডি ল্যাঙ্গুয়েজেই আমরা চার্জড হয়ে যেতাম।' সুরেশ গলা মেলালেন। 'স্বপনদার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যে কোনও বড় ম্যাচের আগে আমাদের বাড়তি সাহস জোগাত। সত্যি, স্বপনদার তুলনা হয় না। স্বপনদা ছাড়া ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ভাবা যায় না।' মুসা সমর্থন করলেন। 'স্বপনদাই সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। ফুটবলারদের প্রাণ ছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে স্বপনদার অবদান ভুলতে পারব না।' তাই তো, স্বপন বলের হাত ধরেই কলকাতা ময়দানে এসেছিলেন মুসা। ভুলবেন কী করে ?মুসাদের মতোই শতবর্ষের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শনিবার গভীর রাতে কলকাতায় আসছেন ইস্টবেঙ্গলে খেলে যাওয়া ইরানের প্রাক্তন ফুটবলার মজিদ বাসকার। ১৩ তারিখ তাঁকে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। এছাড়াও এই উপলক্ষে কলকাতায় আসছেন অতীতে ইস্টবেঙ্গলে কোচিং করিয়ে যাওয়া আর্মান্দো কোলাসো এবং স্ট্যানলি রোজারিও।

বিসিসিআইয়ের উপর হল অনিল কুম্বলের রাগ, কড়া ভাষায় করলেন তিরস্কার

ক্রিকেটের বিশ্বে নিজের নামের জয়ধ্বজা ওড়ানো তারকা খেলোয়াড় রাহুল দ্রাবিড় এই মুহূর্তে কনফ্লিক্টস অফ ইন্টারেস্টের মধ্যে ফেঁসে রয়েছেন। মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সঞ্জীব গুপ্তা দ্বারাজ নোটিসও জারি করে দেওয়া হয়েছে। যারপর বেশ কিছু তারকা খেলোয়াড় দ্রাবিড়ের সমর্থনে মাঠে নেমেছেন। এই তালকায় কিংবদন্তী স্পিনার অনিল কুম্বলেও দ্রাবিড়ের পক্ষ নিয়ে বলেছেন যে যদি আপনি পেশাদার হন তো কনফ্লিক্টস হয়ই।প্রত্যেক পেশাদারের কনফ্লিক্টস অফ ইন্টারেস্ট হয়ইএএনআইকে দেওয়া একটি ইন্টারভিউতে কুম্বলে বলেছেন যে,'আমার মনে হয় যে প্রত্যেক পেশাদারের জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সংঘর্ষ হয়। কিন্তু এরমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এটাই যে আপনি এটাকে কিভাবে সামলান, আপনি কিভাবে সেই বিষয়টার খোলসা করেন। আর একবার জেনে যায় যে আপনি এতে শামিল রয়েছেন। তখন আমার মনে হয় না যে কোনো সংঘর্ষ রয়েছে'।কুম্বলে এটাও বলেছেন যে এটা দুর্ভাগ্যপূর্ণ, কারণ সীমিত সংখ্যাতেই এমন ক্রিকেটার রয়েছেন যারা ভারতের হয়ে খেলেছেন আর খেলায় আবারো যোগদান দিতে পারেন। তিনি বলেন,'এটা দুর্ভাগ্যজনক যে প্রত্যেক ক্রিকেটারকে খালি সংঘর্ষ থেকে লড়াই করতে হয় আর আপনারা জানেন যে এটা দুর্ভাগ্যজনক যে তাদের মধ্যে কয়েকজনই যোগদান দিতে পারেন। মাত্র কিছুজনই ক্রিকেট খেলোয়াড় রয়েছেন যারা ভারতের হয়ে খেলেছেন'।বর্তমান সময় মাত্র ৩০০ জন রয়েছেন আর ৩০০জনের মধ্যে আমার মনে হয় যে তাদের মধ্যে ৫০ শতাংশ বেঁচে রয়েছেন।

এই কারণে একমাত্র তারাই খেলায় যোগদান দিতে পারেন। যদি আপনি না চান যে তারা খেলায় যোগদান দিক তো আমার মনে হয় যে আপনাকে ক্রিকেটে যোগদান দেওয়ার জন্য অন্য কাউকে খোঁজার প্রয়োজন রয়েছে'।সঞ্জয় গুপ্তা দ্রাবিড়ের উপর করেছেন এই অভিযোগপ্রসঙ্গত দ্রাবিড়কে এই নোটিশের জবাব দেওয়ার জন্য এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। দ্রাবিড়ের উপর অভিযোগ করা সঞ্জীব গুপ্তার মতে রাহুল দ্রাবিড় বর্তমানে ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির নির্দেশকও আর তিনি ইন্ডিয়া সিমেন্টস গ্রুপের ডেপুটি চেয়ারম্যানও। ইন্ডিয়া সিমেন্টস গ্রুপ আইপিএল ফ্রেঞ্চাইজি চেন্নাই সুপার কিংসের মালিকও।আগেই খেলোয়াড়দের উপর উঠেছে অভিযোগসঞ্জয় গুপ্তা, যিনি অভিযোগ করেছিলেন, তিনি প্রাক্তন ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকর আর ভিভিএস লক্ষ্মণের বিরুদ্ধেও নিজেদের দুই ভূমিকার জন্য কনফ্লিক্টস অফ ইন্টারেস্টের মামলা দায়ের করেছিলেন। তেন্ডুলকর আর লক্ষ্মণ দুজনেই ক্রিকেট পরামর্শদাতা কমিটির অংশ ছিলেন আর আইপিএলে নিজেদের ফ্রেঞ্চাইজির মেন্টরও ছিলেন।

জকোভিচ বনাম ফেডেরার—নাদাল

আজকালের প্রতিবেদন: ইউএস ওপেনে তো মুখোমুখি লড়াই হতেই পারে। কিন্তু তার আগেই নোভাক জকোভিচের সঙ্গে লড়াই জমে উঠতে পারে রজার ফেডেরার ও রাফায়েল নাদালের। তবে সেটা টেনিস কোর্টের বাইরের লড়াই। টেনিস প্লেয়ারদের সংগঠনে আবার ফিরলেন ফেডেরার ও নাদাল। শুক্রবার এটিপি প্লেয়ার কাউন্সিলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ফেডেরার ও নাদাল আবার এই সংস্থায় আসছেন।

এই সংস্থার প্রেসিডেন্ট জকোভিচ। বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে এই ত্রয়ীর মধ্যে আগে একাধিকবার মতবিরোধ হয়েছে। এবার ইউএস ওপেন শুরু হওয়ার ঠিক আগে কাউন্সিলের বৈঠক রয়েছে। সেখানে জকোভিচ বনাম ফেডেরার---নাদাল ঝড় উঠতে পারে। বিশ্ব টেনিসের নিয়ামক সংস্থা এটিপি---র চিফ এগজিকিউটিভ ক্রিস কারমোডকে রাখা নিয়ে জকোভিচের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের মতপার্থক্য ফেডেরার আর নাদালের। সেটাই আবার চরমে পৌঁছতে পারে।দুজনেই সেরকম ইঙ্গিত দিয়েছেন। নাদাল বলেন, 'আমরা আবার কাউন্সিলে যাওয়ার যৌথ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি ওখানে একা থাকব না। ফেডেরারও একা থাকবে না। দুজনে একসঙ্গে কাজ করব, যাতে টেনিসের উন্নতি করা যায়। গত বছর অনেক তর্ক---বিতর্ক হয়েছে। আশা করব এবার আমরা সমস্যার সমাধান করতে পারব।'

নেইমার ইস্যুতে রিয়েল বনাম বার্সা

আজকালের প্রতিবেদন: আগামী ২৭ অক্টোবরের অপেক্ষায় সবাই। সেদিনই স্প্যানিশ লিগে এল ক্লাসিকো। কিন্তু তার আগেই জমে গেছে রিয়েল মাদ্রিদ ও বার্সিলোনার লড়াই। এই লড়াই মাঠের বাইরে। এই লড়াই নেইমারকে নিয়ে। দুই ক্লাবই নেইমারকে পেতে মরিয়া বলে খবর স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের।পল পোগবাকে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল রিয়েল। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। এরপর তারা নেইমারকে নেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর। ক্রীড়া দৈনিক 'এএস' দাবি করেছে, নেইমারকে ছেড়ে দিতে চায় প্যারিস সাঁ জাঁ। এক্ষেত্রে তাদের পছন্দ রিয়েল। ২০১৭ সালে নেইমারকে নেওয়ার জন্য তারা যে ২২ কোটি ২০ লক্ষ ইউরো খরচ করেছিল, সেই টাকা তারা তুলে নিতে চাইছে। অথবা, নেইমারকে এর অর্ধেক দামে ছেড়ে দিয়ে তার বদলে রিয়েল থেকে পছন্দের অন্য ফুটবলার নিতে চাইছে তারা। বার্সিলোনার সংবাদপত্র 'মুন্ডে ডিপোর্টিভো'—র দাবি, নেইমার নিজে বার্সায় যেতে ইচ্ছুক। আরেক সংবাদপত্র 'দিয়ারিও স্পোর্ট' লিখেছে, 'নেইমারকে নেওয়ার ব্যাপারে বার্সিলোনাই এগিয়ে। এর একমাত্র কারণ, নেইমার নিজে চাইছেন বার্সিলোনায় ফিরতে। সেখানে লিওনেল মেসি, লুই সুয়ারেজের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ভাল সম্পর্ক।' 'মার্কা'—র অবশ্য বক্তব্য, নেইমার রিয়েলেও যেতে পারেন। কারণ তাঁর একটাই লক্ষ্য পিএসজি ছাড়া।

রায়নার হাঁটুর অস্ত্রোপচার ঘরোয়া মরশুমে প্রায় অনিশ্চিত

আমস্টারডাম, ১০ আগস্ট (হি.স.) : হাঁটুর অস্ত্রোপচার হওয়ায় প্রায় ছয় সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে টিম ইন্ডিয়ার বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান সুরেশ রায়নাকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে এই মুহূর্তে বিদেশি টি-২০ লিগে চুটিয়ে খেলেছেন যুবরাজ সিং। তবে ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের আশা রাখেন রায়না।এখনও আন্তর্জাতিক

ক্রিকেটকে গুডবাই না জানালেও বিরাট কোহলির দলে ব্রাত্য রায়না। দেশের হয়েছে শেষ ম্যাচ খেলেছেন গত বছর ইংল্যান্ড সফরে। তার পর অবশ্য ভারতীয় দলে জায়গা পাননি উত্তরপ্রদেশের এই বাঁ-হাতি। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটেও তাঁকে রাখেননি নির্বাচকরা। ২০১১ বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি।৩২ বছরের এই বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান বেশ কিছুদিন ধরে হাঁটুর সমস্যায় ভুগছিলেন। শুক্রবার আমস্টারডামে হাঁটুর অস্ত্রোপচার হয় রায়নার। ফলে অন্তত ছ'' সপ্তাহ রি-হ্যাবে থাকতে হবে টিম ইন্ডিয়ার এই বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যানকে। ফলে ঘরোয়া মরশুমে এবার মাঠে নামা অনিশ্চিত রায়নার।২০১০-এ ভারতীয় দলে অভিষেক হওয়া রায়না দেশের হয়ে ১৮টি টেস্ট, ২২৬টি একদিনের এবং ৭৮টি টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন। দ্বাদশ আইপিএলেও চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে ১৭টি ইনিংসে ৩৮৩ রান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে।

গেইলদের জয়ে ফেরার লড়াই ব্যাটিংয়ের সুযোগের অপেক্ষায় শ্রেয়স

সুপার সানডে''তে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওডিআই সিরিজের দ্বিতীয় মহারণ। বৃষ্টির কারণে প্রথম ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছিল। রবিবার তাই দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে সিরিজে এগিয়ে যেতে চাইবে দুই দল।ভারতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে অবশ একবারের জন্যও দাঁত ফোটাতে পারছে না ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বিশ্বকাপের হতশ্রী পারফর্ম্যান্স এখনও অব্যাহত। ইংল্যান্ডের মাটিতে লিগে মাত্র ২ ম্যাচ জিতেছিল ক্যারিবিয়ানরা। এরপর ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে ট-টোয়েন্টি সিরিজে হার! এবার ওয়ান ডে সিরিজে লড়াই করতে না পারলে মনোবল আরও ভাঙবে।সেই সঙ্গে ব্যাটে বড় রান খুঁজে পাচ্ছেন না গেইল। প্রথম ওয়ান ডে বৃষ্টিতে ম্যাচ পণ্ড হয়ে যাওয়ার আগে মাত্র ৪ রান করেছিলেন। ওপেনার এভিন লুইসও বড় রান পাচ্ছেন না। বিশ্বকাপেও দুই ব্যাটসম্যান দলে খুব একটা অবদান রাখতে পারেননি। দ্বিতীয় ওয়ান ডে''তে ক্যারিবিয়ানরা সব হিসেব পাল্টে দিয়ে প্রত্যাঘাত দিতে পারে কিনা, সেটাই এখন দেখার।অন্যদিকে ভারতীয় দলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার দৌড়ে সুযোগের অপেক্ষায় শ্রেয়স আইয়ার। টি-টোয়েন্টি সিরিজে দলে সুযোগ পাননি। ওয়ান ডে''তে সুযোগ এলেও প্রথম ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে। সফরে ব্যাট হাতে মাঠে নামার অপেক্ষায় শ্রেয়স। সেই সঙ্গে টি-টোয়েন্টির সিরিজে ভালো বোলিং করার সুবাদে দ্বিতীয় ওয়ান ডে শামির সঙ্গে বোলিং করার সুযোগ পেতে পারেন নভদীপ সাইনি। সুযোগ পেলে পোর্ট অফ স্পেনের মাঠে তাঁর ওয়ান ডে অভিষেক হতে পারে।একনজরে ম্যাচ কেথায়, কখন দেখবেনওডিআই সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ পোর্ট অফ স্পেনের কুয়ন্স পার্ক ওভাল মাঠে। ম্যাচ দেখবেন সন্ধ্যে সাতটা থেকে

ধোনির গ্যারাজে নয়া সদস্য গ্র্যান্ড চেরোকি

রাঁচি: বাইক ও ফোর-হুইলারের প্রতি মাহির বাড়তি আবেগ ক্রিকেট অনুরাগীদের কোনওভাবেই অজানা নয়। রাঁচিতে ধোনির বাসভবনে তাঁর গ্যারাজ আলো করে আছে তাঁর পছন্দের একাধিক বাইক। তবে বিশ্বজয়ী অধিনায়কের ফোর-হুইলার কালেকশনও নেহাত কম নয়। এবার সেই তালিকায় নয়া সংযোজন টুকটুকে লাল রঙের গ্রান্ড চেরোকি।মহেন্দ্র সিং ধোনি স্ত্রী-সন্তানকে ছেড়ে এই মুহূর্তে দেশ সেবায় নিয়োজিত কাশ্মীর উপত্যকায়। কিন্তু ধোনির অনুপস্থিতিতেই গ্যারাজে নয়া সদস্য হিসেবে আগমণ ঘটল তাঁর পছন্দের গ্র্যান্ড চেরোকির। মাহির ৮০ লাখি জিপ কোম্পানির নতুন সওয়ারের ছবি শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন স্ত্রী সাক্ষী।

গ্যারাজে বেটার হাফের নতুন গাড়ির ছবি পোস্ট করে ক্যাপশন হিসেবে ধোনি-পত্নী লিখলেন, ''মাহি তোমার খেলনা অবশেষে বাড়িতে। তোমাকে সত্যিই মিস করছি।''গ্র্যান্ড চেরোকির আগে ফেরারি ৫৯৯ জিটিও, হামার এইচ২, জিএমসি সিয়েরার মত ফোর-হুইলার রয়েছে ধোনির কালেকশনে। সেখানে নয়া সদস্য হিসেবে গ্র্যান্ড চেরোকির উপস্থিতিতে প্রাক্তন অধিনায়কের গ্যারাজের জৌলুস বেড়ে যাবে অনেকটাই। বাইকের মধ্যে ধোনির কাছে রয়েছে কাওয়াসাকি নিনজা এইচ২, বিএসএ, সুজুকি হায়াবুসা, নর্টন ভিনটেজের মতো কালেকশন। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে মাসদুয়েকের বিরতি নিয়ে পরিবার ছেড়ে মহেন্দ্র সিং ধোনি এই মুহূর্তে জম্মু-কাশ্মীরে দেশরক্ষায় ব্যস্ত।

৩১ জুলাই শ্রীনগরে ১০৬ নম্বর টেরিটোরিয়াল আর্মি ব্যাটেলিয়নে যোগ দেন মাহি। যোগ দিয়েই সেনা পোশাকে ব্যাটে অটোগ্রাফ দিতে দেখা যায় ধোনিকে। ১৫ অগস্ট পর্যন্ত শ্রীনগরে ১০৬ নম্বর টেরিটোরিয়াল আর্মি ব্যাটেলিয়নের সঙ্গে কাটাবেন তিনি। গত এক সপ্তাহে সেনা কর্মীদের সঙ্গে কখনও ভলিবল খেলতে দেখা গিয়েছে বিশ্বকাপজয়ী ভারত অধিনায়ককে, আবার কখনও গান গেয়ে সেনা সহকর্মীদের মাতিয়ে রেখেছেন ২০১১ বিশ্বজয়ী অধিনায়ক।আগামী ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবসে সদ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা লাদাখে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার কথাও রয়েছে ধোনির।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য শ্রীলঙ্কা দলে ফিরলেন চাঁদীমল

কলম্বো: নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত প্রথম টেস্টের জন্য প্রাক্তন অধিনায়ক দীনেশ চাঁদীমলকে দলে ফেরাল শ্রীলঙ্কা। দীর্ঘতম ফর্ম্যাটে দলে ফিরলেন আরও এক প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ।খারাপ ফর্মের জন্য চলতি বছরের শুরুতেই দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েছিলেন চাঁদীমল। পরে আইসিসি বিশ্বকাপের দলেও বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজেও। ঘরের মাঠে সেই সিরিজেই দুরন্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে টেস্ট দলে কামব্যাক করলেন ম্যাথিউজ।বিশ্বকাপে সুযোগ না-পেলেও টেস্ট দলে ফিরে এসেছেন উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান নিরশন ডিকওয়েলা। দলে তিন জন বিশেষজ্ঞ স্পিনার হলেন লসিথ এমবুলদেনিয়া, লকশন সান্দাকান ও আকিলা ধনঞ্জয়া। তাঁদের সঙ্গত

জায়গা হয়নি তাঁর। বিশ্বকাপের পরে করুণারত্নের নেতৃত্বে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজও তাঁর নাম বিবেচনা করেননি সিংহলি নির্বাচকরা। অবশেষে কিউয়িদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের জন্য প্রাক্তন দলনায়ককে দলে ফেরানোর সিদ্ধান্ত নেয় শ্রীলঙ্কা। যদিও ১৪ অগস্ট থেকে শুরু হতে যাওয়া প্রথম টেস্টের জন্যই কেবল দল বেছে নেওয়া হয়েছে। ১৫ সদস্যের সেই দলে নাম রয়েছে চাঁদীমলের।অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ চোটের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ছিলেন না।তবে আইসিস বিশ্বকাপে জাতীয় দলের হয়ে অংশ নেন তিনি। খেলেছেন বাংলাদেশের করবেন অল-রাউন্ডার ধনঞ্জয়া ডি''সিলভা। স্কোয়াডে তিনজন বিশেষজ্ঞ পেসার হলেন সুরঙ্গ লাকমল, লাহিরু কুমারা ও বিশ্ব ফার্নান্ডো।চন্দিকা হাথুরুসিংহেকে ছেঁটে ফেলায় অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে শ্রীলঙ্কা দলকে এই সিরিজে কোচিং করাবেন প্রাক্তন পেসার রুমেশ রত্নায়কে।শ্রীলঙ্কা দল: দিমুথ করুণারত্নে (অধিনায়ক), অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ, দীনেশ চাঁদীমল, লাহিরু থিরিমানে, কুশল মেন্ডিস, কুশল পেরেরা, নিরশন ডিকওয়েলা (উইকেটকিপার), ধনঞ্জয়া ডি''সিলভা, আকিলা ধনঞ্জয়া, সুরঙ্গ লাকমল, লাহিরু কুমারা, বিশ্ব ফার্নান্ডো, ওশাদা ফার্নান্ডো, লসিথ এমবুলদেনিয়া ও লকশন সান্দাকান।

স্বপ্নাকে হারিয়ে আভার সোনা

আজকালের প্রতিবেদন: এশিয়ান গেমসে সোনা জেতার পর নিজের রাজ্যে প্রথম প্রতিযোগিতায় নামাটা সুখের হল না স্বপ্না বর্মনের। শুক্রবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে জ্যাভেলিন থ্রো-য় স্বপ্নাকে টপকে সোনা জিতলেন আভা খাটুয়া (৪৪.৪৮ মিটার)। রুপো জিতলেন স্বপ্না (৪২.৩৬ মিটার)। এই প্রথম কোনও প্রতিযোগিতায় স্বপ্নার বিরুদ্ধে অংশ নিলেন আভা। স্বপ্নাকে হারিয়ে সোনা জিতে তিনি বললেন, 'খুব খুশি। পরের প্রতিযোগিতাগুলোর জন্য প্রেরণা পেলাম।' স্বপ্না এখনও পুরোপুরি অনুশীলন শুরু করেননি। এখানে নামা নিয়ে প্রথমে কিছুটা দ্বিধায় ছিলেন। পরে নিজের জেলা জলপাইগুড়ির হয়ে অংশ নেন। কেন নামলেন? রাজ্য প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বাড়ানো একটা বড় কারণ। এখন বাংলায় স্বপ্নার মতো তারকা অ্যাথলিট আর নেই। তিনি অংশ নিলে উঠতি ছেলেমেয়েরা প্রেরণা পাবে, এটাই স্বাভাবিক। তিনি নেমেছেন নিজের জেলার হয়ে। এতে জলপাইগুড়ির ছেলেমেয়েরাও বাড়তি উৎসাহ পেয়েছেন। রাজ্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে অনূর্ধ—১৮ বালিকাদের শটপুটে সিটির প্রীতি চক্রবর্তী মিট রেকর্ড (১২.৯৮ মিটার) গড়েছেন। ওই ইভেন্টে উত্তর ২৪ পরগনার দেবাঞ্জনা দে ও ইস্টবেঙ্গলের সুতপা পালও পুরনো রেকর্ডের চেয়ে ভাল পারফরমেন্স করেছেন। প্রীতি ও দেবাঞ্জনা দু'জনই সোদপুর এসিসি-তে ড় কুন্তল রায়ের কাছে প্রশিক্ষণ নেন। সোমা বিশ্বাসের ছাত্রী ঝুমা বসু মহিলাদের ডিসকাস থ্রো—য় মিট রেকর্ড গড়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন ইভেন্টে মিট রেকর্ড অপু দত্ত, সাথী পাত্র, সায়ন চ্যাটার্জির।

The Executive Engineer, Rural Development Department, Udaipur Division, Gomati District, Tripura invites separate percentage rate e-tender against press NIT No.- PT-04/EE/RDUD/G/2019-20 DATED -05/08/2019

1. Construction of water Reservoir at KBI Boarding complex at Udaipur,Gomati District.
Total E/Cost:- Rs. 2,03,735.00, E/Money=Rs. 20371- Time :- 2 (two)months. DNIT NO. 10/NIT/EE/RDUD/G/2019-20. Dt.-05/08/19

2. Providing, fitting and fixing of retro reflectorised sign board sign board for DM office main gate, Udaipur under Gomati District.
Total E/Cost:- Rs. 91,404.00, E/Money= Rs. 914 - Time :- 1 (one) month. DNIT NO. 11/NIT/EE/RDUD/ G/2019-20. Dt.-05 / 08/19

LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING = Up to 15.00 Hrs on 19/08/2019 TIME AND DATE OF OPENING OF BID = At 15.30 Hrs on 19/08/2019
DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION = https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-754/19

(Er. L. Sarkar)
Executive Engineer
R.D Udaipur Division
Gomati District, Tripura.

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

শনিবার হলিক্রস স্কুল আয়োজিত করে একটি রঙ্গারঙ্গ নৃত্যানুষ্ঠান। ছবি- নিজস্ব।

নির্দেশ অমান্য করে অফিসে চলছে বিদ্যুতের অপচয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১০ আগস্ট ।। সরকারি নির্দেশ অমান্য করে সরকারি অফিসেও বিদ্যুতের অপচয় ঘটে চলেছে। দপ্তর কর্মীদের দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিদ্যুৎ অপচয় রোধে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একাংশ সরকারি অফিসেই এসব মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। পাশাপাশি সরকারি কর্মচারীরাও তাদের দায়িত্ব সঠিক মতো পালন করছেন না বলে অভিযোগ উঠে আসে বিভিন্ন সময়। এই অভিযোগের সত্যতা ফের পাওয়া গেল, শনিবার ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটে। দিনের বেলায়ই জ্বলছে পুরপরিষদের অন্তর্গত শহরের প্রাণকেন্দ্রের সবগুলি স্ট্রিট লাইট। চলছে বিদ্যুতের অপচয়। এ বিষয়ে পুরবাসীরা জানান, প্রায়শই এই স্ট্রিট লাইটগুলি দিনের বেলাতেও জ্বলতে দেখা যায়। কুমারঘাট পুর পরিষদের কর্মীদের কাজে চূড়ান্ত গাফলতিতে সরকারি দপ্তরের অধিনেই চলে বিদ্যুতের অপচয়। কুমারঘাটের পুর মাতা এসব বিষয়ে সবকিছু জেনেও জানেন না। কুমারঘাট পুর কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাবেই পুরপরিষদের এলাকার ভেতরেই অবাধে চলছে বিদ্যুতের অপচয়, ক্ষতি হচ্ছে সরকারির অর্থের। সরকারি অর্থের অপচয় ঠেকাতে কুমারঘাট পুরপরিষদের পুরমাতা এবং অন্যান্য কর্মীদের গাফিলতির বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে কি, হীরার প্রশাসন উঠছে প্রশ্ন।

আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস ছাড়লেন টানা চার দশকের মন্ত্রী গৌতম রায়, রবিবার যোগ দিচ্ছেন বিজেপিতে

গুয়াহাটি, ১০ আগস্ট (হি.স.) : একে একে দল ছাড়ছেন কংগ্রেসের দিগগজ নেতারা। যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে দলকে বিব্রত করে শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন টানা চার দশকের মন্ত্রী, রাজ্য তথা বরাক উপত্যকার এককালের 'সম্রাট' তথা 'বরাকের স্বয়ম্ভু মুখ্যমন্ত্রী' গৌতম রায়। তবে গৌতমের দলত্যাগ অবশ্যম্ভাবী ছিল, শুধু সময়ের অপেক্ষা করছিলেন তিনি।

আজ অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরার কাছে এক চিঠি লিখে দল থেকে তিনি বিদায় নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন খোদ বরিষ্ঠ নেতা গৌতম রায়। পদত্যাগপত্রে তিনি লিখেছেন, 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে ত্রিশ বছর ধরে একনিষ্ঠতার সঙ্গে কাজ করেছি। কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে সুখিও ছিলাম। কিন্তু গত কিছুদিন ধরে দলের কাজকর্ম এবং গতিবিধি মেনে নেওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়েছে। তাই আজ আমি দলের প্রাথমিক সদস্যপদ এবং সকল দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করলাম।...'

এদিকে বিশ্বস্ত এক সূত্রের খবরে প্রকাশ, আগামীকাল বেলা ১১:১০ মিনিটে বিজেপির প্রদেশ সদর দফতরে অনুষ্ঠেয় বিশেষ যোগদান অনুষ্ঠানে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেবেন গৌতম রায়। অনুষ্ঠানে প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস এবং অসমে মন্ত্রী তথা নেডা-র আহ্বায়ক ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁকে দলে বরণ করবেন।

কংগ্রেসত্যাগী নেতা গৌতম রায় বলেন, ''ক্ষমতার লোভে আমি বিজেপিতে যাচ্ছি না। দলের একজন সাধারণ কার্যকর্তা হয়েই থাকব মোদীজির দলে। বিজেপির নীতি-আদর্শ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাজকর্মে আকৃষ্ট হয়েই বিজেপিতে যোগ দিচ্ছি।'' তিনি আরও বলেন, ''আমি বরাক উপত্যকার ছেলে। আগে কংগ্রেস আমলেও দেখেছি, আর এখন গত তিন বছরের বিজেপি আমলেও দেখছি। বরাকের উন্নয়ন দ্রুতগতিতে চলছে। যা এতদিন স্থবির করে রেখেছিল কংগ্রেস সরকার।'' এক প্রশ্নের উত্তরে গৌতম বলেন, ''হ্যাঁ, আমি বহু বছর বহু দফতরের মন্ত্রীগৌ ছিলাম। কিন্তু মাথা যদি কাজ করতে না দেয়, তা-হলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করবে কী করে, তাই নিজে মন্ত্রী থেকেও বরাক উপত্যকার উন্নয়ন করতে পারিনি।'' অকপট স্বীকারোক্তি গৌতম রায়ের।

উল্লেখ্য, বরাক উপত্যকায় কংগ্রেসের সর্বেসর্বা তথা বরাক-সম্রাট হিসেবে খ্যাত গৌতম রায় সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র ঐতিহাসিক বিজয়ে প্রকাশ্য রাজপথে আবির খেলে উল্লাস প্রদর্শন করেছিলেন। এ ঘটনায় অস্বস্তিতে পরেছিল কংগ্রেস। বরাক উপত্যকার দুই

ছয়ের পাতায় দেখুন

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সম্মেলন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন এবং ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অফিসার্স ইউনিয়নের দুদিন ব্যাপী রাজ্য সম্মেলন শুরু হয়েছে। দশরথ দেব ম্যামোরিয়াল অডিটরিয়ামে আয়োজিত দু'দিনের যৌথ রাজ্য সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মহেন্দ্র কুমার গোস্বামীসহ কেন্দ্রীয় শীর্ষ স্থানীয় নেতা আব্দুল শাহিদ খানসহ অন্যান্যরা। সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় নেতা আব্দুল শাহিদ খান বলেন, গ্রামীণ ব্যাঙ্কে অভূতপূর্ব পরিবর্তণ ঘটেছে। দীর্ঘ দিনের আন্দোলনের ফসল সম কাজে সমবেতন স্বীকৃত হয়েছে। পেশন স্কীমও চালু হয়েছে। ভারতবর্ষে ৪৫টি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক রয়েছে। উত্তরপূর্বাঞ্চলের সবক'টি গ্রামীণ ব্যাঙ্কে একত্রিত করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। শ্রী খান বলেন, বর্তমানে দেশের ৩০ কোটি মানুষ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাচ্ছেন। সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক লাভের মুখ দেখছে।

টিভিডএস এর ৫০তম সাধারণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। ত্রিপুরা ভেটেরিনারি ডক্টরস্ অ্যাসোসিয়েশনের ৫০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা শনিবার অনুষ্ঠিত হয়। আইএমএর সভা গৃহে আয়োজিত বার্ষিক সাধারণ সভা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতি শান্তনা চাকমা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী শ্রীমতি চাকমা করেন এ ধরনের সম্মেলন প্রতি বছর হওয়া প্রয়োজন। এ ধরনের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে দপ্তরের কর্মীদের মধ্যে আদান-প্রদান ও সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে। আর এর ফসল ভোগ করতে পারবেন রাজ্যবাসী। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার আগামী তিন বছরের সঙ্গে রাজ্যকে মডেল রাজ্যে পরিণত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগগে সফল করতে হলে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রতিটি কর্মীকে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

টমটম দুর্ঘটনায় আহত চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট ।। বহুদিন ধরেই কৈলাসহর শহরবাসীর অভিযোগ ছিল শহরে অতিরিক্ত টমটম চালকদের দৌরাত্ম্য সাধারণ পথ চলতি নাগরিকরা নাজেহাল। ট্রাফিক দপ্তর কিংবা ট্রাফিক কর্মীরা উদাসীন। শহরবাসীর এই অভিযোগ আজ আবারও প্রমাণিত হল। শনিবার দুপুরে কৈলাসহর থানা রোডে এসবিআই ব্যাঙ্কের সামনে টিআর০২ কে ০২৭৯ এই নাম্বারের একটি সুইফট গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দ্রুতবেগে একটি টমটম এসে গতি হারিয়ে সজোড়ে ধাক্কা দিয়ে টমটমটি উল্টে যায়। টমটম উল্টে যাওয়ায় টমটমের চালক সুমিত মালাকার অল্প বিস্তর আহতদ হয়। উপস্থিত জনতা সঙ্গে সঙ্গে সুমিতকে চিকিৎসার জন্য আর জি এম হাসপাতালে পাঠায়।

এসডিপিওর নেতৃত্বে আবারও নেশাদ্রব্য সহ আটক সোনামুড়ার তিন কারবারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ১০ আগস্ট ।। টিআর০১-সি-০৫৫১ নম্বরের একটি গাড়ি সহ নেশা দ্রব্য নিয়ে আগলতলা আসার পথে আমবাসায় আটক সোনামুড়ার তিন যুবক। সামিন মিয়া, মউনউদ্দিন এবং নবাব মিয়াকে ৬০টি ব্রাউন সুগারের কন্টেনার এবং ১৮০টি ইয়াবা টেবলেট সহ আটক করে আমবাসা মহকুমার পুলিশ কর্তা আশিষ দাসগুপ্ত।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৯ আগামী সন্ধ্যায় আমবাসা জাতীয় সরকের জগন্নাথ মন্দিরের নিকট পুলিশ নিয়ে আশিষবাবু দীর্ঘসময় অপেক্ষা করে। সন্ধ্যে ৬টার নির্দিষ্ট নম্বরের গাড়িটি আসতেই পুলিশ গাড়িটিকে আটক করে। চলে গাড়িতে তল্লাশি। দীর্ঘ সময় তল্লাসির পর ওই সমস্ত নেশা সামগ্রী আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। সাথে ওই তিন নেশা কারবারীকে আটক করে।

নানা সমস্যায় ধুকছে জনজাতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১০ আগস্ট ।। সরকার আসে, সরকার যায়। কিন্তু উপজাতি হত দরিদ্রদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটে না। এমনই এক চিত্র লক্ষ্য করা গেছে গন্ডাছড়ার কালাঝাড়ি এলাকায়। জানা গেছে কালাঝাড়ি-নাক্কাছড়ার বাসিন্দা বিজেয় চাকমা সরকারি সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের বাম আমলে লড়াই আন্দোলন করেও তার কপালে জুটেনি মাথা গোঁজার জন্য সরকারি ঘর। বর্তমানে তিনি কালাঝাড়ি বাজার সংলগ্ন গন্ডাছড়া-অমরপুর রাস্তার পাশে গ্রীফ

ছয়ের পাতায় দেখুন

কৃষিজ ও উদ্যানজাত ফসলের উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। কৃষিজ ও উদ্যানজাত ফসল উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে রাজ্যের অর্থনৈতিককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কৃষিজ ও উদ্যানজাত ফসল যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হয় এখানে। তবে ত্রিপুরায় উৎপাদিত এই সকল ফসলের প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ, সঠিক উপায়ে সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতি দূর করে রাজ্যে উৎপাদিত ক'ষিজ ও উদ্যানজাত ফসলের বাজারজাত ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উন্নতি ঘটানো যায় সেদিকে সরকার গুরুত্ব সহকারে কাজ করছে। তবেই ক'ষকদের যেমন জীবনমান উন্নত হবে, তেমনি তৈরী হবে কর্মসংস্থান। সম্পসারিত হবে রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র। আজ আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে এগ্রিকালচারেল ইঞ্জিনীয়ারদের ৩৩তম জাতীয় সম্মেলন এবং বাণিজ্যিক ফসল প্রক্রিয়াকরণ ও মান সংযোজন শীর্ষক জাতীয় কনফারেন্স-এর সূচনা করে এই অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ারস ইণ্ডিয়ার এগ্রিকালচারেল ইঁনীয়ারিং ডিভিশন বোর্ডের ত্রিপুরা শাখার উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী এই সম্মেলন ও কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছে। ত্রিপুরার কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর ছাড়াও সহযোগিতায় রয়েছে ত্রিপুরা কৃষি কলেজ, আই সি এ আর এবং নাবার্ড। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু ও মাটির প্রক'তি অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদিত হয়। ক'ষিজ ও উদ্যানজাত ফসলগুলির মধ্যে কোন একটি ফসল কোন রাজ্যে সবচেয়ে বেশী উৎপাদিত হয়। যা অন্তত্য সু-স্বাদু এবং যার দেশ বিদেশের বাজারে চাহিদা রয়েছে তাকে চিহ্নিত করে বাজারজাতকরণ ও প্রচারের আলোয় নিয়ে আসা প্রয়োজন। এতে ঐ ফসলের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যটি বিখ্যাত হয়ে যায়। এতে মার্কেটিং এ সুবিধা হয়। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় আনারসকে এই রূপে বাজারজাতকরণের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। কুইন ও কিউ দু'টি ভ্যারাইটির আনারসই দুবাইয়ে রপ্তানী করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে মান সংযোজন করা গেলেই কোন ফসল উৎপাদন করে তার সর্বোচ্চ লাভ পাওয়া যায়। প্রক্রিয়াকরণের ফলে উৎপাদিত ফসল অপচয়ও হয় না। তবে তারজন্য প্রযুক্তি ও সঠিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে। সেদিক থেকে আয়োজিত সম্মেলনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তবে এই সম্মেলনের মাধ্যমে রাজ্যের ক'ষক যারা ক্ষেত্র পর্যায়ে উৎপাদনের সাথে যুক্ত তারা কতটা লাভবান হল তা দেখতে হবে উদ্যোক্তাদের। সেমিনারে আলোচনা থেকে বাণিজ্যিক ফসল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে কিভাবে তার মান সংযোজন করা যায়, ক'ষকদের কিভাবে আরও বেশী সুবিধা দেওয়া যায় সে বিষয়গুলি দেখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ণ করছেন। তিনি বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে চাইছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা সরকারও রাজ্যের সার্বিক বিকাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। ত্রিপুরার ক'ষি, হর্টি, পর্যটন, প্রাণীসম্পদ, মৎস্য ইত্যাদি ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। ক'ষিজ ও উদ্যানজাত ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি রাজ্যকে দুধ ও মাছ উৎপাদনে রাজ্যকে স্বয়ম্ভর করতে চাইছে। এখানে উৎপাদিত আনারস, চা, রাবার, গোলমরিচ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে কিভাবে তার মান সংযোজন করা যায় তা নিয়েও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বর্হিরাজ্য থেকে মাছ, দুধ আমদানী করতে রাজ্যের একটা বিরাট অর্থ বর্হিরাজ্যে চলে যাচ্ছে। এখানে উৎপাদনের মাধ্যমে কিভাবে এই অর্থ এখানেই রাখা যায় সেই বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। রাজ্যে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য চাষীদের যেমন সচেতন হতে হবে, ব্যবহার করতে সঠিক প্রযুক্তি। এই ধরণের সেমিনার রাজ্যকে এই দিশা দেখাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে ক'ষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, রাজ্যের প্রায় ৪২ শতাংশ মানুষ ক'ষির উপর নির্ভরশীল। রাজ্যের ২৭ শতাংশ জমি চাষের আওতাধীন। এই চাষের আওতাভুক্ত এলাকা বাড়িয়ে কিভাবে উৎপাদন বাড়ানো যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই রাজ্য কৃ'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তর কাজ করছে। তিনি বলেন, রাজ্যে ১২ লক্ষ মেট্রিকটন ধান উৎপাদিত হচ্ছে। এই উৎপাদন ব'দ্ধির দিকে নজর দিচ্ছে সরকার। তিনি বলেন, রাজ্যে নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার

ছয়ের পাতায় দেখুন

গোটা কৈলাসহর মহকুমায় নেশা ব্যবসায়ীরা ফের সক্রিয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১০ আগস্ট ।। কৈলাসহরের শহর এলাকা সহ গোটা কৈলাসহর মহকুমায় নেশা ব্যবসায়ীরা ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে। নেশা কারবারী সফিক বক্সকে প্রায় ছয়মাস ধরে চেষ্টা চালিয়ে অবশেষে গতকাল গভীর রাতে প্রায় সাড়ে তিনটার সময় গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে কৈলাসহর থানার পুলিশ।

কৈলাসহর থানাধীন লক্ষ্মীপুর গ্রামের বাসিন্দা সফিক বক্স অনেক বছর ধরে নেশা সামগ্রীর ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। সফিকের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ লক্ষ্মীপুর গ্রামের মানুষ সহ শহরবাসীরা। তারা জানান, সফিক কোরেক্স, ফেন্সিডিল, ইয়াবা ট্যাবলেট, ব্রাউন সুগার, হিরোইন ইত্যাদি নেশা সামগ্রী গোটা কৈলাসহর মহকুমায় বিক্রি করত। শুধু কৈলাসহরেই নয়, সফিক বাংলাদেশেও নেশা সামগ্রী অবৈধভাবে পাচার করত। ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কাঁটাতারের পাশেই অবস্থিত লক্ষ্মীপুর গ্রামটি। আর এই কাঁটাতারের দিকেই নেশা সামগ্রী পাচার করত সফিক। বিভিন্ন এলাকা থেকে যুবকরা এসে এমনকি স্কুলের ছাত্ররা এসেও সফিকের বাড়িতে এসে নেশা সামগ্রী নিয়ে যেত বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন। গ্রামবাসীরা আরও জানান যে, সফিক বক্স এই নেশা সামগ্রীর ব্যবসাতে একা জড়িত নয়, এই নেশা সামগ্রীর ব্যবসায় সফিকের সঙ্গে লক্ষ্মীপুর গ্রামের আরও দু'জন যুবক জড়িত রয়েছে। সফিককে পুলিশ গ্রেপ্তার করার জন্য গ্রামবাসীরা কয়েকবার ওসি, এসপি, এসডিএম-এর নিকট ডেপুটেশন দিয়েছিল। গতকাল গভীর রাতে পুলিশ সফিককে গ্রেপ্তার করায় গ্রামবাসীরা খানিকটা স্বস্তি প্রকাশ করলেও গ্রামবাসীরা দাবি করছেন যে, সফিক যেন আর ছাড়া না পায় এবং সফিকের সঙ্গে আরও যে দু'জন জড়িত রয়েছে তাদেরকেও যেন পুলিশ অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ ধৃত সফিককে শনিবার দুপুর আড়াইটায় কৈলাসহর আদালতে প্রেরণ করে। উল্লেখ্য, সফিকের বিরুদ্ধে কৈলাসহর আদালত দু'বছর পূর্বে এনডিপিএস মামলায় তিন বছরের জেল এবং অনাদায়ে দশ হাজার টাকা সাজা ঘোষণা করেছিল।

সেই মামলায় সফিক দশ হাজার টাকা দিয়ে মুক্তি পেয়েছিল। তাছাড়াও কৈলাসহর আদালতে সফিকের বিরুদ্ধে আরও পৃথক পৃথক দুটি এনডিপিএস মামলা চলছে। গত জুলাই মাসে উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সফিকের বাড়িতে এসে তল্লাশি চালালেও সফিককে সেদিন ধরতে পারেননি।

গ্রামবাসীরা জানায়, গতকাল রাতে পুলিশের হাতে আটক হয়েছে সফিক এই খবর বাংলাদেশের নেশা ব্যবসায়ীরা না জানাতে আজ সকালেও বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা কাঁটাতারের পাশে এসে সফিককে ডাকাডাকি করেছিল। প্রায় এক ঘণ্টা পর ব্যবসায়ীরা যখন শুনতে পায় সফিক পুলিশের জালে রয়েছে তারপর বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা ফিরে চলে যায়।

বাইক গাড়ি সংঘর্ষে আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ৮ আগস্ট।। শনিবার দুপুরে পানিসাগর থানাধীন চামটিলার জলেবাসা এলাকায় বাইক ও বলেরো গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে বাইক আরোহী দুই যুবক গুরুতর আহত হয়। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে পানিসাগর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় আহতদের সেখান থেকে জিবিতে স্থানান্তর করা হয়েছে। জানা যায় বেলা দেড়টা নাগাদ রৌয়া পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন এলাকায় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় লোকজনরা ঘটনা প্রত্যক্ষ করে দমকল বানিহীকে খবর দেন। দমকল বাহিনীর জওয়ানরাই তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌছে দেয়। পানিসাগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গৃহীত হয়েছে।

শনিবার আখাউড়া চেকপোস্টে ঈদ উপলক্ষ্যে ভারত-বাংলা সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।